POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَتُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ؕ وَیُکَفِّرُ عَنۡکُمۡ مِّنۡ سَیِّاٰتِکُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ○ (سورۃ البقرہ:272)

‘যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল; এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, এবং তিনি (ইহার কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত আছেন।’

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِهِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 41

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 11 অক্টোবর, 2018 1 সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ‘আমাদের শিক্ষা ’ অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

ঠিক চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে ইসলামী মসীহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যেরূপ ঈসা ইবনে মরিয়ম চৌদ্দ শতাব্দীর শুরুতে আগমণ করিয়াছিলেন। খোদাতালা আমার জন্য মহাপরাক্রমশালী নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন। আকাশের নীচে কোন বিরুদ্ধবাদী মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই যে, এইগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দুর্বল, তুচ্ছ মানব খোদাতালার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কিরূপে করিত পারে। ইহা তো সেই বুনিয়াদী ইট যাহা খোদাতালার পক্ষ হইতে রাখা হইয়াছে। এই যে ব্যক্তিই ইহা ভাঙ্গিতে চাহিবে সে-ই অকৃতকার্য হইবে। কিন্তু এই ইট যখন ঐ ব্যক্তির উপর পতিত হইবে, তখন তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে, কেননা এই ইটও খোদার এবং হাতও খোদার।

‘কিশতিয়ে নূহ’ পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, সূরা ফাতেহার মহান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ এই দোয়াটি অন্যতম। যে স্থলে ইঞ্জিলের দোয়ায় রুটি চাওয়া হইয়াছে, সেই স্থলে এই দোয়ায় খোদাতালার নিকট হইতে ঐ সমুদয় ‘নেয়ামত প্রার্থনা করা হইয়াছে যাহা পূর্বেকার রসূল ও নবীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। এই তুলনাটিও বিশেষ প্রনিধানযোগ্য, এবং যেমন হযরত মসীহর দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে খৃষ্টানদের খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে তদ্রূপ কুরআন শরীফের এই দোয়া আঁ-হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার ফলে সৎ ও পুণ্যবান মুসলমান হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে সিদ্ধ-পুরুষগণ বনী ইসরাঈল জাতির নবীগণের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই উম্মতের মধ্য হইতে মসীহ মাওউদের জন্ম হওয়াও এই দোয়ারই ফল। কারণ, যদিও অপ্রকাশভাবে বহু সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি বনী ইসরাঈল জাতির নবীগণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উম্মতের মসীহ মাওউদকে প্রকাশ্যভাবে খোদাতালার আদেশ ও হুকুমে ইসরাঈলী মসীহর বিপরীতে দন্ডায়মান করা হইয়াছে, যেন হযরত মূসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেলসেলার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই এই মসীহকে ইবনে মরিয়মের সহিত সাদৃশ্য করা হইয়াছে। এমনকি এই ইবনে মরিয়মের বিপদাবলীও ইসরাঈলী ইবনে মরিয়মের ন্যায়ই উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈসা ইবনে মরিয়মকে যেমন খোদাতালার ফুৎকারে সৃষ্টি করা হইয়াছিল তদ্রুপ এই মসীহও সূরা তাহরীমের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেবল খোদাতালার ফুৎকারেই মরিয়মের গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। ঈসা ইবনে মরিয়মের জন্ম গ্রহণে যেমন অনেক শোরগোল উঠিয়াছিল এবং অন্ধ বিরুদ্ধবাদীগণ মরিয়মকে বলিয়াছিল لَقَدۡ جِئۡتِ شَیۡـًٔا فَرِیًّا (অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছ- অনুবাদক - সূরা মরিয়ম ২৮ আযাত)। সেইরূপ এই স্থলেও এরূপ বলা হইয়াছে এবং কেয়ামত সদৃশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে যেমন ইসরাঈলী মরিয়মের প্রসবের সময় খোদাতালা বিরুদ্ধবাদীগণকে ঈসা (আ.) সম্বন্ধে উত্তর দিয়াছে- وَلِنَجۡعَلَهٗۤ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةً مِّنَّا ۚ وَکَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِیًّا (অর্থাৎ (ইহা এইজন্য করিব) যে, আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তকদীরে অবধারিত হইয়া আছে। - অনুবাদক, সূরা মরিয়ম আয়াত ২২)।

তদ্রুপ আমার সম্বন্ধেও খোদাতালা আমার আধ্যাত্মিক প্রসবের সময়, যাহা রূপকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীগণকেও ঠিক এই উত্তর দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, ‘তোমরা তোমাদের প্রতারণা দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে মানবের জন্য রহমতের নিদর্শন করিব এবং এইরূপ হওয়া আদিকাল হইতে অবধারিত ছিল।” অতঃপর ইহুদী আলেমগণ হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যেরূপ তক্‌ফীরের (কুফরীর) ফতওয়া করিয়াছিল এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাহাতে রায় দিয়াছিল, এমনকি বায়তুল মুকাদ্দসের শত শত আলেম-ফাযেল, যাহাদের অধিকাংশ আহলে-হাদীস (হাদীসপন্থী) ছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরীর মোহর (স্বাক্ষর যুক্ত অভিমত) দিয়াছিল* আমার প্রতিও অবিকল এইরূপ ব্যবহারই করা হইয়াছে যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ধর্মদ্রোহিতার এই ফতওয়া দেওয়ার ফলে তাঁহাকে ভীষণ উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, জঘন্য গাল মন্দ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা ও কুবাক্যপূর্ণ পুস্তকাদি রচনা করা হইয়াছে- এখানেও (আমার সম্বন্ধে) একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। যেন আঠার শত বৎসর পর সেই ঈসার জন্ম হইয়াছে এবং সেই ইহুদী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হায়!

সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থই ছিল যাহা খোদাতালা পূর্ব হইতেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল লোক ইহুদীদিগের **‘গায়রিল মাগযুবে আলাইহিম’**-এর ন্যায় দশা-গ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করিল না। এই সাদৃশ্যের এক ইট খোদাতালা স্বহস্তে এইরূপে সংস্থাপন করিলেন যে, ঠিক চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে ইসলামী মসীহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যেরূপ ঈসা ইবনে মরিয়ম চৌদ্দ শতাব্দীর শুরুতে আগমণ করিয়াছিলেন। খোদাতালা আমার জন্য মহাপরাক্রমশালী নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন। আকাশের নীচে কোন বিরুদ্ধবাদী মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই যে, এইগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দুর্বল, তুচ্ছ মানব খোদাতালার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কিরূপে করিত পারে। ইহা তো সেই বুনিয়াদী ইট যাহা খোদাতালার পক্ষ হইতে রাখা হইয়াছে। এই যে ব্যক্তিই ইহা ভাঙ্গিতে চাহিবে

এরপর ২-এর পাতায় .....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১ম পাতার শেষাংশ.....

সে-ই অকৃতকার্য হইবে। কিন্তু এই ইট যখন ঐ ব্যক্তির উপর পতিত হইবে, তখন তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে, কেননা এই ইটও খোদার এবং হাতও খোদার। ইহার বিরুদ্ধে আর এক ইট আমার বিরুদ্ধাচারীগণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে যেন তাহারা আমার সহিত ঐরূপ কার্য করে যাহা তৎকালীন ইহুদীগণ করিয়াছিল। এমনকি আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য এক খুনের মোকদ্দমাও বানানো হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমার খোদা পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিয়া দিয়াছিলেন।

টিকা: হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে ইহুদীগণ বহু ফিরকায় বিভক্ত হইলেও যাহাদিগকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা যাহারা তওরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারা তওরাতকে ভিত্তি করিয়া উহা হইতেই সমস্ত মাসায়েল (ধর্মকর্ম বিষয়ক নিয়মাবলী) সংগ্রহ করিয়া লইত। দ্বিতীয়তঃ আহলে হাদীস ফেরকা যাহারা তওরাতের উপর হাদীসকে কাযী (বিচারক) বলিয়া মনে করিত এই আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইসরাঈলী দেশে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহারা এরূপ হাদীসসমূহের উপর আমল করিত, যেগুলির অধিকাংশ তওরাতের বিরোধী ও বিপরীত ছিল। তাহাদের যুক্তি এই ছিল যে, কোন কোন মাসায়েল যথা, এবাদত, আদান-প্রদান, এবং আইনের ব্যবস্থা তওরাতে পাওয়া যায় না এবং এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে হাদীস হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। তাহাদের হাদীস গ্রন্থের নাম ছিল 'তালমুদ'। উহাতে প্রত্যেক নবীর যুগের হাদীসসমূহ উল্লিখিত ছিল, কিন্তু ঐ সকল হাদীস দীর্ঘকাল যাবত মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল এবং দীর্ঘকাল পর ঐগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কারণেই উহাদের সহিত কতক 'মওয়ুয়াত'ও (উপযুক্ত প্রমাণবিহীন বা ভ্রান্তিমূলক বিষয়ও) মিশ্রিত হইয়া পড়ে। ঐ সময় ইহুদীগণ ৭৩ 'ফেরকায়' বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেক ফেরকারই নিজেদের পৃথক পৃথক হাদীস ছিল, মোহাদ্দিসগণ তো তওরাতের প্রতি মনযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা হাদীসের উপর আমল করিত তওরাত যেন পরিত্যক্ত ও বিবর্জিত বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। তওরাতের মীমাংসা হাদীস অনুযায়ী হইলে তাহা পালন করিত, নতুবা তাহা পরিত্যাগ করিত অতঃপর ঐরূপ যুগে হযরত ঈসা (আ.) আবির্ভূত হন। তাঁহার লক্ষ্য বিশেষ করিয়া সেই মোহাদ্দিসগণের প্রতিই ছিল যাহারা তওরাত অপেক্ষা ঐ সমস্ত হাদীসকে অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিত। নবীগণের লিপিতে পূর্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, যখন ইহুদীরা বহুদলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহারা খোদাতালার কেতাব ছাড়িয়া তৎপরিবর্তে হাদীসের উপর আমল করিবে, তখন তাহাদিগকে এক ন্যায়-নিষ্ঠ হাকেম (বিচারক) প্রদান করা হইবে। তাঁহার নাম মসীহ হইবে। কিন্তু তাহারা (ইহুদীগণ) তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না। অবশেষে তাহাদের উপর ভীষণ আযাব অবতীর্ণ হইবে এবং সেই আযাবই ছিল প্লেগ। নাউযুবিল্লাহ মিনহা, (অর্থাৎ- এইরূপ আযাব হইতে আমরা খোদাতালার আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৫২-৫৪)

হাদীস

زِنْ وَارْجِحْ

(পরিমাপ করার সময় সঠিকভাবে পরিমাপ কর, বরং অধিক পরিমাণে দাও)

এই নির্দেশটি বিশেষ করে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। তারা যেন পরিমাপ করার সময় ক্রেতাকে ঠকানোর পরিবর্তে সঠিক ওজন পরিমাপ করে বরং অনুগ্রহ স্বরূপ একটু যেন বেশিই দেয়।

ইমামের বাণী

"মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ, অবাধ্যতা, অন্যায় অত্যাচার ও আত্মসাৎ, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে।" ***-ইশতেহার তাকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯***

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

জামাতের সদস্যবৃন্দ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন (আই.) যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক জলসায় ৩রা আগস্ট, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধনী ভাষণে জামাতের সদস্যবর্গকে অধিকহারে দরূদ শরীফ এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করার প্রতি আহ্বান করেন।

(1) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থ - হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।

(2) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯)

(3) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪১)

(4) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا ۚ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমাদের প্রাণের উপর আমরা অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

(সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪)

5) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০২)

6) اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

'হে আল্লাহ্! তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি (অর্থাৎ তোমার ভীতি ও প্রতাপে যেন তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(আবু দাঊদ, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন)

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

অর্থ: ' হে আমার প্রভু! সব কিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার উপর কৃপা কর। '

[ইলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

****

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ থেকে আহমদীয়া জামা'ত বেলজিয়ামের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। অনেক দিন পর আমি আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করছি। ইতিমধ্যে এখানে জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য জামা'তের ন্যায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানেও জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া আরো নানা বিষয়ে এখানে উন্নতি হয়েছে, যেমন মিশন হাউজ বৃদ্ধি পেয়েছে, মসজিদ এবং নামায সেন্টারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাসেলসের নির্মাণাধীন মসজিদটি প্রায় শেষের দিকে, বেশ ভালো মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। গত পরশু আলক্যানে একটি মসজিদের উদ্বোধন আমি করেছি। অনেক প্রশস্ত জায়গা এবং সুন্দর বিল্ডিং আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে প্রদান করেছেন। সুতরাং বাহ্যিকভাবে আমরা দেখছি যে, এখানে জামা'তের ওপর অনেক কৃপাবারি বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এই কৃপা যেন এই অনুভূতিও জামা'তের সদস্যদের মাঝে সৃষ্টি করে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে বোঝা এবং সেগুলোকে মান্য করা আর সেই সাথে তার ওপর আমল করার ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবেই নয় বরং প্রকৃত অর্থেই পূর্বের চেয়ে উন্নত হই।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর এই উদ্দেশ্যকে নিজেদের সামনে রাখা উচিত যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী হই, ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী হই এবং এই জগতে বাস করে আমরা যেন জগৎকে ধর্মের সেবকে পরিণত করি। আর এটি শুধু নিজেদের মাঝেই আপনারা সৃষ্টি করবেন না বরং আপনাদের বংশধরদের মাঝেও এই প্রেরণা সঞ্চার করার চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কী চান এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? বংশ পরম্পরায় এই বিষয়টিকে নিজেদের সন্তানদের হৃদয়ে গ্রোথিত করে দিন যে, জগৎকে ধর্মের সেবকে পরিণত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার যে সমস্ত নির্দেশাবলী রয়েছে সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা কর আর এই শেষ যুগে আমাদের সংশোধনের জন্য এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশত আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীকে প্রেরণ করেছেন তাঁর হাতে বয়আত করে আমরা যেন সব সময় তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী থাকি। এরই উপর আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের অস্তিত্ব নির্ভর করবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে জলসা সালানার উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতের সদস্যদেরকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

পাকিস্তানে জলসা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে বসবাসকারীরা এদিক থেকে বঞ্চনার শিকার। তাই অন্তত পক্ষে এম.টি.এ তেনিয়মিত খুতবা শুনুন এবং দেখুন, জলসা শুনুন এবং দেখুন, আর এরপর এর ওপর আমলের চেষ্টা করুন। এটিও একটি সুযোগ যা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সেই বঞ্চিত থাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দান করেছেন। জলসার প্রোগ্রাম সমূহ এম.টি.এ তে দেখে এবং শুনে এগুলো থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করলে ষাট থেকে সত্তরভাগ তৃষ্ণা দূর হয়ে যাওয়ার কথা, আর যদি চান তাহলে পবিত্র পরিবর্তন আপনাদের মাঝে শতভাগই সৃষ্টি হতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের Dilbeek থেকে জলসা সালনায় প্রদত্ত ১৪ সেপ্টেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৪ তাবুক , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُأَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ থেকে আহমদীয়া জামা'ত বেলজিয়ামের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। অনেক দিন পর আমি আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করছি। ইতিমধ্যে এখানে জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য জামা'তের ন্যায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানেও জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান থেকে এখানে হিজরত করে আগমনকারী অনেক নতুন সদস্য জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এছাড়া আরো নানা বিষয়ে এখানে উন্নতি হয়েছে, যেমন মিশন হাউজ বৃদ্ধি পেয়েছে, মসজিদ এবং নামায সেন্টারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাসেলসের নির্মাণাধীন মসজিদটি প্রায় শেষের দিকে, বেশ ভালো মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। গত পরশু আলক্যানে একটি মসজিদের উদ্বোধন আমি করেছি। অনেক প্রশস্ত জায়গা এবং সুন্দর বিল্ডিং আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে প্রদান করেছেন। সুতরাং বাহ্যিকভাবে আমরা দেখছি যে, এখানে জামা'তের ওপর অনেক কৃপাবারি বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এই কৃপা যেন এই অনুভূতিও জামা'তের সদস্যদের মাঝে সৃষ্টি করে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে বোঝা এবং সেগুলোকে মান্য করা আর সেই সাথে তার ওপর আমল করার ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবেই নয় বরং প্রকৃত অর্থেই পূর্বের চেয়ে উন্নত হই। আর শুধু তাই নয় যে, উন্নত হব এবং এক জায়গায় গিয়ে থেমে যাব, বরং আমাদের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ যেন গত দিনের চেয়ে এবং গত পদক্ষেপের চেয়ে পুণ্য, তাকওয়া এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে এবং সামনে অগ্রসর হতে দেখা যায়। নিজেদের মন্দ জিনসগুলোকে যেন আমরা পিছনে ফেলে পুণ্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন লক্ষ্য অর্জন করতে থাকি। এই বিষয়টি যদি জামা'তের সদস্যদের মাঝে দেখা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্যকে অর্জন করেছি বা অর্জন করার চেষ্টা করছি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার স্বার্থকতা পুরণের চেষ্টা করছি।

অতএব, এই বিষয়টিকে অনুধাবন করে সর্বদা নিজেদের বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত আর বিশেষত এই উন্নত দেশসমূহে বিশেষভাবে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে বা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানতে হবে, যেখানে স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী থেকে মুক্ত থাকার প্রবণতা রয়েছে, যাদের কোন পরোয়া নেই। তাই এসব দেশে বিশেষভাবে এদিকে মনোযোগ এবং চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা ধর্মের নামে এসব দেশে আসার পর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে কোন গুরুত্ব না দেওয়া এবং জগতের প্রতি আসক্ত হওয়া আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিভাজন করবে। এখানে আগমনকারীদের অধিকাংশ ধর্মের নামে এসেছেন। এই কারণে এসেছেন কেননা নিজেদের দেশে স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আপনাদের ছিল না। অতএব, এই বিষয়টিকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। নতুবা এই কথা স্মরণ রাখবেন যে এখানে এসেছেন ধর্মের নামে এবং আল্লাহ্ তা'লার নামে। এরপর যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন না করেন তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু দুর্বল, তাই দুর্বলতার কারণে অনেক সময় সে জগতের প্রতি আসক্ত হয় । এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এই জগতের প্রতি আসক্ত হওয়া এবং জাগতিক আয়-উপার্জন করা অপরাধ নয় কিন্তু জগতের প্রতি দুনিয়াদারদের মত আসক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন। আর এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও আমাদেরকে বেশ বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন।

এক উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, খোদা তা'লা জাগতিক ব্যস্ততাকে বৈধ করেছেন, জাগতিক যে ব্যস্ততা বা কাজ রয়েছে এগুলো কোন পাপ নয় বরং বৈধ। কেননা যদি এগুলো না থাকে তাহলে এই পথেও মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হয় আর এই পরীক্ষার কারণেই মানুষ চোর, জুয়াড়ি, প্রতারক এবং ডাকাত হয়ে যায়। এছাড়া আরও নানা মন্দ অভ্যাসে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন কিন্তু সকল জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট সীমা থেকে থাকে। জাগতিক ব্যস্ততাকে ততটাই গ্রহণ কর, যেন তা ধর্মের পথে

তোমাদের জন্য সহায়ক হয় এবং মূল উদ্দেশ্য যেন ধর্মই থাকে। তিনি বলেন, জাগতিক ব্যস্ততাকেও বারণ করা হয় নি। অর্থাৎ জাগতিক যে ব্যস্ততা রয়েছে সেগুলো নিষেধ নয় কিন্তু এই শর্ত হলো তার আসল উদ্দেশ্য যেন ধর্ম থাকে। অতএব, জাগতিক আয়-উপার্জন করা, জীবনোপকরণ আহরণ করা, স্ত্রী-সন্তানদের ব্যায় নির্বাহ করা এবং পরিবারের দায়িত্ব পালন করা সেই নীতিগত শিক্ষা, যা প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির জন্য বা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, যে নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করে। এর জন্য ব্যাবসা বানিজ্য করা, চাকুরী বাকুরী করা আবশ্যক। কিন্তু এসব কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বাকরি ইত্যাদি যেন অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এতটা ব্যস্ত করে না দেয় বা এই ক্ষেত্রে এতটা ডুবে যেওনা যে, এরপর ধর্মের আর কোন চিন্তাই থাকবে না এবং তোমাদের সকল চিন্তা জাগতিকতার চারদিকেই আবর্তিত হবে। জাগতিকতা বা জাগতিক আয়উপার্জন যদি করতে হয় তাহলে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রী-সন্তানের অধিকারও আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকারও আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সেবা করতে হবে। এটি যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তোমরা জগৎও লাভ করবে আর ধর্মও পাবে। এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, এমনটি যেন না হয় যে, দিনরাত জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং ব্যস্ততায় ডুবে থেকে তোমরা খোদা তা'লার জন্য নির্ধারিত সময়ও জাগতিকতায় পূর্ণ করবে। আল্লাহ্‌র যে অধিকার রয়েছে বা আল্লাহ্‌কে যে অধিকার দিতে হবে, এমন যেন না হয় যে, সেই সময়ও তোমরা জাগতিক কর্ম ব্যস্ততায় কাটাবে। তিনি বলেন, যদি কেউ এমনটি করে তাহলে সে নিজেই বঞ্চিত থাকার উপকরণ সৃষ্টি করে আর তার মুখের দাবিই কেবল রয়ে যায়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে সংগৃহীত)

অতএব, যদি জাগতিকতায় ডুবে যাও তাহলে ধর্ম থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি ধর্ম থেকে বঞ্চিত হও তাহলে ধার্মিক হওয়ার দাবি এবং বয়আত করার দাবি আর আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান রাখার দাবি শুধু দাবি সর্বস্ব হবে, এর চেয়ে বেশি তার কোন মূল্য থাকবে না। এর কোন বাস্তবতা থাকবে না। নামেই আমরা আহমদী থাকব কিন্তু আমাদের আমল তা-ই হবে যা অন্যদের রয়েছে। যদি আমরা জগতের প্রতি বেশি অগ্রসর হয়ে যাই বা এ ক্ষেত্রে ডুবে যাই তাহলে আমল আমাদের এমনটিই হবে যেমনটি অন্যদের রয়েছে।

এই বিষয়টি অপর এক জায়গায় আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে যে, জগৎ অর্জনের উদ্দেশ্যও ধর্ম হওয়া উচিৎ, তিনি (আ.) বলেন, ইসলাম সন্যাসব্রতকে নিষেধ করেছে। এটি কাপুরুষদের কাজ। (সংসার) জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কাপুরুষদের কাজ। তিনি বলেন, মু'মিনের সম্পর্ক জগতের সাথে যতটা গভীর হয় সেটি ততই তার উন্নত মর্যাদার কারণ হয়। কেননা তার মূল লক্ষ্য ধর্মই থাকে। আর এই জগৎ এবং এর ধনসম্পদ ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই জগৎও এবং এই জগতে যে সম্মান এবং ধনসম্পদ অর্জিত হয়েছে সেই সব এক মু'মিনকে জাগতিকতা প্রকাশের মাধ্যম করে না বরং এই সমস্ত কিছু ধর্মের সেবক হিসেবে কাজ করে। তার মান-সম্মান ধর্মের উপকারার্থে হয়ে থাকে এবং ধন সম্পদও ধর্মের উপকারের জন্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ জাগতিক ধনসম্পদ, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার সারাংশ হল এই যে, এই ধনসম্পদ এমন এক বাহন যাতে আরোহন করে মানুষকে ধর্মের উন্নত মর্যাদায় পৌঁছতে হবে বা এটি সেই পাথেয় যা মানুষ নিজ সফরের সাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের সাথে নিয়ে থাকে। উন্নত বাহন এবং পথের সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা মানুষ এজন্য করে যেন সহজেই সে তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। অতএব উক্ত উপায়ে জাগতিকতা অর্জন করে সেটিকে ব্যবহার কর এবং সেটিকে ধর্মের সেবকে পরিণত কর। এমন যেন না হয় যে, তোমরা নিজেরাই এই জগতের প্রতি ঝুঁকে ধর্মকে পরিত্যাগ করবে। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে,"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানা" এতেও দুনিয়া বা জগৎকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। কিন্তু কোন দুনিয়া বা জগৎকে? তিনি বলেন যে, এখানে দুনিয়াকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। কিন্তু কোন দুনিয়াকে, তিনি বলেন যে, হাসানাতুদ দুনিয়া। হাসানাতুদ দুনিয়াকে এখানে অগ্রগণ্য করা হয়েছে, যা পরকালের হাসানাতের কারণ হবে। তিনি বলেন, এই দোয়া শিক্ষা দেওয়ার ফলে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মু'মিনের জগৎ অর্জনের ক্ষেত্রেও 'হাসানাতুল আখেরা' বা পরকালের 'হাসানাত'-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আর একই সাথে হাসানাতুদ দুনিয়া শব্দের মাঝে জগৎ অর্জনের সেই সমস্ত উন্নত উপকরণের উল্লেখ চলে এসেছে যা এক মু'মিন মুসলমানকে দুনিয়া অর্জনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা উচিত। জগৎকে সেই সমস্ত পথে অর্জনের চেষ্টা কর যা অবলম্বনের ফলে কেবল কল্যাণ এবং পুণ্যই হবে, সেই সমস্ত পথে অর্জনের চেষ্টা করবে না যা অপর কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ার কারণ হবে। অথবা সমগোত্রের অন্যদের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতার বা লজ্জার কারণ হবে। এমন দুনিয়া নিঃসন্দেহে হাসানাতুল আখেরা বা পরজগতের হাসানাতের কারণ হবে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১-৯২, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে সংগৃহীত)

অতএব, আমাদের প্রত্যেকের এই চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা এমন দুনিয়া অর্জন করি যা পরকালের হাসানাতের কারণ হবে। এমন যেন না হয় যে, এখানকার চাকচিক্যের প্রতি প্রণত হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যকে আমরা ভুলে যাব আর পরকালে হাসানাত নেওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিভাজন হব। আর জাগতিক চাকচিক্য এবং এর আমোদপ্রমোদ এমন যে, তা মানুষের মাঝে অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি করে। নিজের মত করে মানুষ মনে করে যে, পৃথিবীতে আমি প্রশান্তি লাভ করতে পারি কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা প্রশান্তি নয় বরং তার ফলে উৎকণ্ঠা বা অশান্তির সৃষ্টি হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, এটি মনে কর না যে, কোন বাহ্যিক ধন সম্পদ বা সরকার এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি আর সন্তানসন্ততি কোন ব্যক্তির জন্য আরাম ও প্রশান্তির কারণ হয়ে যায় এবং সে তাৎক্ষণিকভাবে বেহেশতি হয়ে যায় অর্থাৎ সে যেন জান্নাতে রয়েছে বা জান্নাত লাভ করেছে। তোমরা এটিই মনে করে থাক। তিনি বলেন যে, কখনই নয়। সেই প্রশান্তি এবং আরাম ও শান্তি যা বেহেশ্‌ত-এর পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সেই আরাম ও প্রশান্তি যা বেহেশ্‌ত-এর পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত এবং যার মাধ্যমে বেহেশত লাভ করা যায়, তা এসব বিষয়ের মাধ্যমে অর্জন হয় না। তা খোদার খাতিরে জীবিত থাকা এবং মৃত্যু বরণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। যার জন্য নবী রসূলগণ, বিশেষত ইব্রাহীম এবং ইয়াকুব (আ.) এই নসীহতই করে গেছেন যে, "ফালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলেমুন" অর্থাৎ তোমরা ততক্ষণ মৃত্যু বরণ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌র পুরোপুরি আনুগত্যকারী না হও। এর অর্থ হলো- তোমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগত অবস্থায় থাকা উচিত। মৃত্যুর কোন সময় নির্ধারিত নেই। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যু চলে আসবে আর তোমরা আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে থেকে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, জাগতিক ভোগবিলাস এক প্রকার অপবিত্র বাসনা সৃষ্টি করে চাওয়া-পাওয়া এবং তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দেয়। Polydipsia-এর রোগীর ন্যায় তারও তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। অর্থাৎ সেই রোগী যার পানি পানের রোগ আছে, তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, সে পান করতেই থাকে আর অবশেষে মারা যায়। অতএব, এসব বৃথা অপূর্ণ কামনা-বাসনার আগুনও প্রকৃত অর্থে সেই জাহান্নামেরই আগুন যা মানুষের হৃদয়কে আরাম ও প্রশান্তি লাভ করতে দেয় না বরং তাকে এক সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় আবদ্ধ করে রাখে। তিনি বলেন, এই কারণে আমার বন্ধুদের দৃষ্টি থেকে এই বিষয়টি যেন লুক্কায়িত না থাকে যে, মানুষ ধনসম্পদ বা সন্তানসন্ততির ভালোবাসার উচ্ছাস এবং নেশায় এতটা উন্মাদ এবং আত্মহারা যেন না হয়ে যায় যে, তার এবং খোদা তা'লার মাঝে এক পর্দা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০১-১০২, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে সংগৃহীত)

অর্থাৎ যদি জগৎ এবং এর উপকরণের প্রতি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মগ্ন হয়ে যাও এবং ডুবে যাও তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লার পথে এক পর্দা সৃষ্টি হয়ে যায়, এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়, এক পর্দা চলে আসে। না বান্দা খোদার দিকে অগ্রসর হয় আর না খোদা বান্দার দিকে আসেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন যে, বান্দা যদি প্রথমে আমার দিকে আসার চেষ্টা করে তাহলেই আমি তার দিকে যাব। যেমনটি হাদীসেও এসেছে যে, বান্দা যদি এক পা এগোয় তাহলে আমি দুই পা এগিয়ে যাব। সে যদি হেঁটে আসে তাহলে আমি দৌঁড়ে যাব। (সহী বুখারী, কিতাবুত তওহীদ) অতএব, যদি এই পর্দা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হয় তাহলে জগতকে ধর্মের সেবক বা দাস বানিয়েই দূর করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, এ কারণেই ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি ফিতনা বা পরীক্ষা হিসেবে অভিহিত হয়েছে। কেননা তা বান্দা এবং খোদার মাঝে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, এগুলোর মাধ্যমে অর্থাৎ ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততির মাধ্যমেও মানুষের জন্য এক প্রকার দোযখ প্রস্তুত হয় আর যখন তাকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করা হয় তখন সে অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। তিনি বলেন, দু'টি জিনিসের পরস্পর সম্পর্ক এবং ঘর্ষণের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। দুই হাত একসাথে ঘষলে উষ্ণতার সৃষ্টি হয়, পাথরে ঘর্ষণের ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মানুষের ভালোবাসা এবং জগতের ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে যে

তাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে ঐশী ভালোবাসা পুড়ে যায় বা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়। যখন মানুষের ভালোবাসা এবং জগতের ভালোবাসাকে পরস্পর ঘর্ষণ করা হয় তখন এর ফলাফল কী হয়? এরফলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় বা পুড়ে যায়। তিনি বলেন আর হৃদয় অন্ধকারে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায় এবং সকল প্রকার অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়। তিনি বলেন, কিন্তু যখন জাগতিক জিনিসের সাথে যে সম্পর্ক, তা খোদার পথে হয়, জগতের সাথে যে সম্পর্ক,তা খোদার পথে হয়, মানুষ খোদা থেকে বিস্মৃত না হয় আর তাদের ভালোবাসা খোদার ভালোবাসার পথে হয়। অর্থাৎ জগতের প্রতি ভালোবাসাও এজন্য হবে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এই ভালোবাসাকে এক সীমা পর্যন্ত বৈধ আখ্যা দিয়েছেন, আর খোদার ভালোবাসার পথে যদি তা হয় তাহলে তিনি বলেন, তখন এই পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে গায়রুল্লাহ্র ভালোবাসা পুড়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকলের ভালোবাসা শেষ হয়ে যাবে যখন সেই ঘর্ষণের সৃষ্টি হবে আর তার স্থলে এক আলো এবং নূরে ভরে যাবে। এরপর খোদার সন্তুষ্টিতেই তার সন্তুষ্টি এবং তার সন্তুষ্টি খোদার ইচ্ছা হয়ে যায়। এরপর বান্দা এই বিষয়ে রাজী হয়ে যায় এবং তাই চায় যা খোদা তা'লার ইচ্ছা। তিনি বলেন, মানুষের যে অবস্থা এর বিপরীত সেটিই জাহান্নাম। অর্থাৎ খোদা তা'লাকে ছাড়া জীবন অতিবাহিত করাও এক জাহান্নাম।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০২-১০৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে সংগৃহীত)

তিনি বলেন, খোদা তা'লা তোমাদের কাছে এটিই চান, যেন তোমরা পুরোপুরি মুসলমান (অনুগত) হয়ে যাও। মুসলমান শব্দটিই এই কথার দলীল যেন পরিপূর্ণ সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ পুরোপুরি খোদার দিকে প্রণত হও। এমন যেন না হয় যে, একবার খোদা তা'লার দিকে ঝুঁকলে আর যখন জাগতিক স্বার্থ দেখলে তখন আবার জগতের দিকে ঝুঁকে পড়লে আর খোদা তা'লাকে ভুলে গেলে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে জন্ম দিয়ে অসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন, তবে শর্ত হলো সে যেন মনোযোগ দেয় এবং অনুধাবন করে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে সংগৃহীত)

আমি যেমনটি বলেছিলাম, মানুষ দুর্বল, অনেক সময় জাগতিক আকর্ষণে সে আকৃষ্ট হয়ে যায়। মানুষ পৃথিবীর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর ধর্মের প্রতি মনোযোগহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় বা কোন কোন আমলের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। আল্লাহ্ তা'লার সকল নির্দেশাবলীকে মানুষ পুরোপুরিভাবে নিজের সামনে রাখে না। তাঁর অধিকার আদায় করে না, স্ত্রীর অধিকার আদায় করে না, সন্তানের অধিকার আদায় করে না, দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করে, ঘরে ঝগড়া বিবাদ রয়েছে বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে না বা অন্যান্য আরো অনেক বিষয় রয়েছে অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে নামাযকে পরিত্যাগ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এসব দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর আমরা আহমদীরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি বিভিন্ন সময় বারংবার আমাদেরকে নিজেদের পথ থেকে পথহারা হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে এই ব্যবস্থাও করেছেন যে, জলসার সূচনা করেছেন, যেখানে আমরা বছরে একবার একত্রিত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ লাভের চেষ্টা করি। অতএব, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর এই উদ্দেশ্যকে নিজেদের সামনে রাখা উচিত যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী হই, ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী হই এবং এই জগতে বাস করে আমরা যেন জগৎকে ধর্মের সেবকে পরিণত করি। আর এটি শুধু নিজেদের মাঝেই আপনারা সৃষ্টি করবেন না বরং আপনাদের বংশধরদের মাঝেও এই প্রেরণা সঞ্চার করার চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কী চান এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? বংশ পরম্পরায় এই বিষয়টিকে নিজেদের সন্তানদের হৃদয়ে গ্রোথিত করে দিন যে, জগৎকে ধর্মের সেবকে পরিণত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার যে সমস্ত নির্দেশাবলী রয়েছে সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা কর আর এই শেষ যুগে আমাদের সংশোধনের জন্য এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশত আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীকে প্রেরণ করেছেন তাঁর হাতে বয়আত করে আমরা যেন সব সময় তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী থাকি। এরই উপর আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের অস্তিত্ব নির্ভর করবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সকল নিষ্ঠাবান জামাতে প্রবেশকারী যারা এই অধমের হাতে বয়আত করে এই জামা'তে প্রবেশ করেছেন, তাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বয়আত করার অর্থ হলো জাগতিক ভালোবাসা যেন শীতল হয়ে যায় এবং নিজেদের প্রভু আর রসূলে করীম (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা যেন হৃদয়ে অগ্রগণ্য হয় আর এমন জগমবিমুখতা যেন সৃষ্টি হয় যার ফলে পরকালের সফর অপছন্দনীয় মনে হয় না।

(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৪, পৃ: ৩৫১)

অতএব, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের সাথে পরিপূর্ণ ভালোবাসা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাগতিক ভালোবাসাও দূর হতে পারে না আর মানুষ মৃত্যুর সময় আন্তরিক প্রশান্তিও লাভ করতে পারে না এবং মৃত্যুর সময়ের উৎকণ্ঠাও দূর হতে পারে না। এটি হলো সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) মাধ্যমে এই জামা'তের সূচনা করেছেন এবং আমাদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আর এর জন্যই তিনি (আ.) বয়আত গ্রহণ করেছেন এবং বয়আত গ্রহণকারীদের সামনে এই উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। যদি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা সচেষ্ট না থাকি তাহলে আমাদের বয়আতের দাবি শুধুমাত্র দাবিসর্বস্ব হবে আর প্রকৃত অর্থে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে চিনিওনি এবং তাঁকে মান্যও করিনি আর তাঁর হাতে বয়আতের স্বার্থকতা পুরণেরও চেষ্টা করিনি।

প্রাথমিক এক জলসায়,যখন জলসার সূচনা হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জানতে পারেন যে, জলসার উদ্দেশ্যকে মানুষ পূর্ণ করছে না তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, এবছর আমি জলসার আয়োজন করব না এবং সেই বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। আর জলসা স্থগিত করার যে ঘোষণা তিনি (আ.) দিয়েছিলেন তা এমন যে,প্রত্যেক নিষ্ঠাবানকে আজো তা অস্থির করে তুলে এবং তাই করা উচিত। তিনি বলেন, এই জলসার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল আমাদের জামা'তের সদস্যরা যেন কোনভাবে বার বার সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পরিবর্তন সাধন করে যে, তাদের হৃদয় পরকালের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে যাবে এবং তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভয় সৃষ্টি হবে এবং তারা চেষ্টা-সাধনা, খোদাভীতি, খোদা তা'লার জন্য ব্যাকুল থাকা, পরহেজগারী, নম্রতা, পারস্পরিকভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হবে। আর বিনয় এবং সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আর ধর্মীয় কাজের জন্য তারা যেন চেষ্টা-সাধনা করে।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠখণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

পুনরায় তিনি বলেন, এই জলসা এমন নয় যে, জাগতিক মেলার মত অযথা এর আয়োজন করা আবশ্যক বরং এর আয়োজন নিয়্যতের যথার্থতা এবং উত্তম ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। নতুবা এটি ছাড়া তা বৃথা, যদি সঠিক নিয়ত না হয় এবং উত্তম ফলাফল অর্জন না হয়, সেই উদ্দেশ্য অর্জন না হয় যার জন্য জলসার আয়োজন করা হয় তাহলে তা পুরোপুরি বৃথা,এর কোন উপকার নেই বা লাভ নেই। এই যে তিনি বলেছেন, বার বার সাক্ষাতের মাধ্যমে এমন পরিবর্তন সাধন করুন, এই সাক্ষাৎ কার সঙ্গে? এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর যুগেও এমন মানুষ ছিল যারা নিজেদের কোন কোন দুর্বলতার কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। আর আজকাল তো আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, সংখ্যার দিক থেকে আমাদের মাঝে কতজন এমন রয়েছে আর আমাদের কী অবস্থা যারা এই দলের অন্তর্ভু ক্ত এবং তাদের মাঝে গণ্য হয় যাদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। অতএব এই দিক থেকে প্রত্যেকের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। যদি সেই মান অর্জন না হয় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) চেয়েছেন, তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ করার অধিকারও আমরা রাখি না। প্রথমে এটি দেখুন যে, আমরা অধিকার রাখি কি না। নাকি শুধু এজন্য যে আমরা জন্মগত আহমদী বা পুরোনো আহমদী হয়ে গেছি, অনেক বছর ধরে বয়আত করেছি বা আমরা কোন বুযুর্গের বংশধর, এই কারণে এতে অংশগ্রহণ করছি, তাহলে সেই উদ্দেশ্য আমরা পূরণ করছি না, যা হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) আমাদের কাছে চেয়েছেন বা এই নিয়তে আমরা আসিনি যে, আমরা সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে চেষ্টা করব বা করছি। যদি এমনটি না হয় তাহলে জলসায় আগমন এক মেলায় আগমনের নামান্তর হবে। অতএব, এই কথা শোনার পর প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীর হৃদয়ে এক উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এখন তো প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলসা হয়ে থাকে। কোন কোনটিতে আমি নিজে অংশগ্রহণ করে থাকি আর কোন

কোনটিতে এম.টি.এএর মাধ্যমেও অংশ গ্রহণ করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জলসায় আপনাদের অনেকেই অংশ নিয়ে থাকেন। এখনও আমার সামনে অনেকেই এমন আছেন যারা বেশ কয়েকটি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। যুক্তরাজ্যের জলসার পর জার্মানির জলসাতে অনেকেই অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। আর প্রত্যেক জলসাতেই জলসার উদ্দেশ্য এবং ধর্মীয়, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাবার্তা হয় এবং বক্তৃতা হয় আর অনেকেই আমাকে লিখেও থাকে যে, এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল যা আমরা দেখেছি। পরস্পর অনেক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি। অনেকে এটিও লিখে থাকে যে, আমাদের সাথে অনেক মেহমানও গিয়েছিল, তারাও এই পরিবেশ দেখে বেশ প্রভাবিত হয়েছে।অতএব, এই বিষয় সমূহের কারণে এবং এক বছরে একের অধিক জলসায় অংশগ্রহণের কারণে আমাদের অবস্থায়ও এক বিপ্লব সাধিত হওয়া উচিত। কোথায় সেই যুগ! যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, বছরে একবার জলসায় অংশগ্রহণ কর, যেন তোমাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে পরকালের সফর অপছন্দনীয় মনে না হয় আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদানের প্রতি এক বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর কোথায় এখন আমাদের এই অবস্থা যে, অনেকে বছরে একের অধিক জলসায় অংশগ্রহণ করে। অতএব, আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে একটি সাক্ষাৎই কয়েক জলসার থেকে শ্রেয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর এক বিপ্লব সাধিত হতো। নিশ্চয় নবীরও এক আলাদা মর্যাদা রয়েছে কিন্তু এখন অনবরত বহু জলসা দেখা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা কিছুটা তো পরিবর্তন সাধনের কারণ হওয়া উচিত। এখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরই কথা বর্ণনা করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর শব্দই শোনানো হয় আর তার চেয়েও অধিক রসূলে করীম (সা.) এর শব্দ এবং বাণী রয়েছে, যা বক্তৃতা সমূহে শোনানো হয় বা বর্ণনা করা হয়। আর তার চেয়েও অধিক আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র বাণীর তফসীর বর্ণনা করা হয় বা শোনানো হয়। অতএব, মানুষ যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং নিয়ত যদি পবিত্র হয় তাহলে পবিত্র পরিবর্তনের উপকরণ এখনও বিদ্যমান। যুগ খলীফা আপনাদেরকে কিছু বললে তা-ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতিনিধিত্বেই বলে থাকেন। খিলাফতের ধারাবাহিকতা চলমান থাকা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর (আ.) কল্যাণের ধারাবাহিকতা চালু থাকার সুসংবাদও আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে লাভ করেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রচার করেছিলেন বরং রসূলে করীম (সা.) তা প্রদান করেছিলেন যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, এসব কল্যাণের চালু থাকার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে অর্থাৎ খিলাফতের কল্যাণের কথা বলা হচ্ছে। অতএব এদিক থেকে আমি এম.টি.এ শোনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই উপলক্ষ্যে এই বিষয়টি বর্ণনার সুযোগে বলছি যে, পাকিস্তানে জলসা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে বসবাসকারীরা এদিক থেকে বঞ্চনার শিকার। তাই অন্তত পক্ষে এম.টি.এ তেনিয়মিত খুতবা শুনুন এবং দেখুন, জলসা শুনুন এবং দেখুন, আর এরপর এর ওপর আমলের চেষ্টা করুন। এটিও একটি সুযোগ যা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সেই বঞ্চিত থাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দান করেছেন। জলসার প্রোগ্রাম সমূহ এম.টি.এ তে দেখে এবং শুনে এগুলো থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করলে ষাট থেকে সত্তরভাগ তৃষ্ণা দূর হয়ে যাওয়ার কথা, আর যদি চান তাহলে পবিত্র পরিবর্তন আপনাদের মাঝে শতভাগই সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আপনারা যারা ইউরোপে চলে এসেছেন, আপনাদেরকে আমি বলছি যে, আপনারা তো সরাসরি জলসায় অংশ গ্রহণ করছেন এবং অনেকেই বছরে একের অধিক জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তাই আমি যেমনটি বলেছি, এখানে আগমনকারীদের নিজেদের অবস্থায় এক বিপ্লব সৃষ্টি করা উচিত। এটি এক ট্রেনিং ক্যাম্প যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। এখানে আসার লাভ তখনই হবে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাসনা অনুযায়ী জগৎকে নিজের সেবক বানিয়ে নিজেদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করবেন। এখানে এসে জলসার কার্যক্রম গভীর মনোযোগসহকারে শুনুন এবং এই নিয়্যতে শুনুন যে, আমরা এই বিষয়গুলোর ওপর আমল করব, যেন নিজেদের মাঝে আপনারা এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেন।

জলসার কার্যক্রম গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন যে, সবার মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। গভীর মনোযোগ এবং প্রণিধানের সাথে শুনুন, কেননা এই বিষয়টি ঈমানের বিষয়। এই যে বাক্য তিনি বলেছেন, এটি ঈমানের বিষয়, এটি কোন সামান্য কথা নয় বা সামান্য বাক্য নয়, এটি মনোযোগের দাবি রাখে। তিনি বলেন, কেননা এটি ঈমানের বিষয় আর এ ক্ষেত্রে অলসতা এবং ঔদাসীন্য অনেক মন্দ ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে যখন কিছু বলা হয় তখন সেটিকে মনোযোগের সাথে শুনে না, বক্তার বক্তৃতা যত উন্নত মানের প্রভাব সৃষ্টিকারীই হোক না কেন, তাতে তাদের কোন লাভ হয় না বা এর কোন প্রভাব তাদের ওপর পড়ে না। এরাই সেসব লোক যাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাদের কান রয়েছে কিন্তু তারা শোনে না, তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু তারা অনুধভব করে না। অতএব স্মরণ রেখো! যা কিছু বর্ণনা করা হয় তা মনোযোগ এবং গভীর প্রণিধানের সাথে শোন, কেননা যে মনোযোগের সাথে শোনে না সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন কল্যাণকর সত্তার সাহচর্যে থাকলেও উপকৃত হয় না।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে সংগৃহীত)

অতএব, এখানে তিনি সেসব লোকদের সতর্ক করেছেন যারা জলসায় অবস্থান করে এবং জলসায় অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও জলসা থেকে লাভবান হয় না। তারা উচ্চস্বরে নারাধ্বনি দেয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্বের এই ঘোষণা এবং নারা কয়েক মুহূর্ত পরেই তাদের মনমস্তিষ্ক থেকে মুছে যায়। অতএব প্রত্যেকের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত যে, কোথাও আমরা হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) এর ভাষ্য অনুযায়ী সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই তো যাদেরকে জলসা কোন কল্যাণ পৌঁছায় না?

অতএব যখন এখানে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন তখন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী জলসার সকল কার্যক্রমে যেন অংশ নেয়। ধৈর্যের সাথে যেন বসে এবং বক্তৃতামালা শুনে আর যেসব কথা বর্ণিত হয় সেগুলো থেকে জ্ঞানগত এবং আমলগত কল্যাণ যেন লাভ করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বক্তৃতা শোনার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন যে, সবাই মনোযোগের সাথে শুনুন, আমি নিজের জামা'ত এবং স্বয়ং নিজের সত্তা তথা নিজের জন্য এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, বাহ্যিক বাগ্মিতা, যা বক্তৃতাসমূহে হয়ে থাকে ,শুধু সেটিকেই যেন পছন্দ করা না হয় আর সকল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেন এখানেই এসে শেষ না হয়ে যায় যে, বক্তা কেমন মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করছে আর তার ব্যবহৃত শব্দে কতটা জোর রয়েছে। আমি এতে সন্তুষ্ট নই। শুধুমাত্র বক্তার বক্তৃতা এবং বাকপটুতায় আমি সন্তুষ্ট হই না। তিনি বলেন, আমি এটিই পছন্দ করি আর এটি কোন কৃত্রিমতা বা লোকদেখানো নয় বরং আমার প্রকৃতি এবং তার দাবি এটিই। আমার প্রকৃতি এটিই চায় যে, যে কাজই হবে, তা যেন আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে হয়, যে কথাই হয় তা যেন খোদার খাতিরে হয়। মুসলমানদের মাঝে অধঃপতনের এটি একটি বড় কারণ, নতুবা এত পরিমাণে কনফারেন্স, আঞ্জুমান এবং মজলিস হয় আর সেখানে বড় বড় বক্তারা নিজেদের লেকচারে এবং বক্তৃতা প্রদান করে, কবিরা জাতির অবস্থায় বিলাপ করে, তাহলে কোন কারণে এগুলোর কোন প্রভাবই তাদের ওপর পড়ে না আর জাতি দিন দিন উন্নতির পরিবর্তে অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আসল কথা এটিই যে, এসব মজলিসে যারা আসে এবং যায় তারা এখান থেকে ইখলাস তথা নিষ্ঠা নিয়ে ফিরে না। তাদের মাঝে নিষ্ঠা নেই, শুধুমাত্র বাহ্যিকতা কথা রয়েছে। বক্তাদের বক্তৃতায় বাকপটুতা রয়েছে আর শ্রোতারা আনন্দ উপভোগ করছে, তাদের মাঝে নিষ্ঠা নেই।

অতএব, তাঁর মান্যকারীদের জন্য এটি হলো তাঁর (আ.) প্রকৃতিগত পছন্দ এবং এটি হলো তাঁর বাসনা যে, কেবল সাময়িকভাবে যেন বক্তৃতা সমূহ এবং বক্তাদের উচ্ছ্বাস দেখে কেউ প্রভাবিত না হয়, বরং বক্তৃতার বিষয়কে অনুধাবন করে নিজেদের জীবনের অংশ করে নিন। যদি শুধু বক্তৃতা শোনার পর জলসা গাহ-এর বাইরে গিয়ে সেটিকে ভুলে যাওয়া হয় তাহলে এটি উন্নতি নয় বরং অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়। আর মুসলমানদের আজ যে অধঃপতন ও অসম্মানের অবস্থা তা এ কারণেই যে, তারা বড় বড় বক্তার বক্তৃতা শুনে নেয় ঠিকই কিন্তু তার ওপর আমল করে না। আমল প্রায় না থাকার সমান, বরং কোন আমলই তাদের নেই। আর যে জাতির মাঝে আমল নেই তা কখনো উন্নতি করতে পারে না। পৃথিবীতে আজ মুসলমানদের যে অবস্থা তা এই বিষয়টির জলজ্যান্ত প্রমাণ যে, তাদের কাছে শুধুমাত্র বুলি রয়েছে, কোন আমল তাদের মাঝে নেই। যদি আমল থাকত তাহলে তাদের আজ এই অবস্থা হতো না।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আমরা যে মান্য করেছি তা এ জন্য যেন সেসব দুর্বলতা যা মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোকে দূর করা যায়, নতুবা এর কোন লাভ নেই। এক দিকে আমরা এই দাবি করি যে, পৃথিবীকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত করতে হবে, অপর দিকে জাগতিকতা যদি আমাদের ওপর ছেয়ে যায় আর জলসা এবং জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য যদি কেবল এটি হয় যে, কতিপয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং কিছুটা জলসা শোনা হবে- বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎও ভালো কথা, কিন্তু এটি একটি আনুষঙ্গিক উপকার যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আর এই প্রাসঙ্গিক উপকারও উদ্দেশ্যহীন নয়, বরং তিনি বলেন, এটির কারণ হলো ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ভালোবাসা যেন সৃষ্টি হয়। আহমদীদের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ভালোবাসা যেন সৃষ্টি হয়। বান্দার অধিকার আদায়ের প্রতি যেন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আর জামা'তের দৃঢ়তা এবং একতাবদ্ধ হওয়ার দৃশ্য যেন সর্বত্র দেখা যায়।

অতএব, এখানে আগমনের আসল উদ্দেশ্যকে নিজেদের সামনে রাখুন। সেই উদ্দেশ্য হলো জলসা শোনা এবং সেসব কথার ওপর আমল করা যা এখানে আপনারা শুনবেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এই উদ্দেশ্য অর্জনের তৌফিক দান করুন। জলসার কল্যাণ থেকে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দোয়ার কল্যাণ থেকে আপনারা যেন কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন এবং নিজেদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত চিত্র যেন আপনারা দেখাতে পারেন। জাগতিকতা যেন সর্বদা প্রত্যেক আহমদীর জন্য এক পরোক্ষ মর্যাদা রাখে আর আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যেন ধর্ম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির মর্ম যে ব্যক্তি অনুধাবন করে, সে-ই আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী হয়ে যায় এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়কারী হতে পারে, শান্তি, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিকারী হতে পারে, আর এ বিষয়টিরই আজ পৃথিবীর প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীতে যে বিশৃঙ্খলা রয়েছে সেটি যদি দূর করতে হয়, তবে তা তখনই হতে পারে যখন আমরা পৃথিবীবাসীকে নিজেদের খোদাকে চেনার দিকে নিয়ে আসব এবং বান্দাদের অধিকার আদায়ের দিকে নিয়ে আসব। আর এটি আজ এক আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব। অতএব এই বিষয়ে সবার মনোযোগী হওয়া উচিত।

জলসার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু কথাও বলতে চাই। সর্বপ্রথম কথা হলো, এই যে জায়গা জলসার জন্য নেওয়া হয়েছে, এই পরিবেশে লক্ষ্য রাখুন, যেন ব্যবস্থাপনার কষ্ট না হয় আর বাইরে বের হওয়ার সময় প্রতিবেশিদেরও কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়। এই বিষয়টিকে অবশ্যই সুনিশ্চিত করা উচিত। অমুসলিমরা তখনই সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে যখন তাদের সামনে এই বিষয়টি প্রকাশ পাবে যে, আহমদীরা কীভাবে প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান এবং নিয়ম মেনে চলে, আর এত বিপুল জনসমাগম হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার কষ্টের কারণ হয় না বরং জলসার ব্যবস্থাপনারও বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত এবং এর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদিও এই সংখ্যা কোন কোন দেশের জলসার প্রেক্ষিতে খুবই নগণ্য, বরং কোন কোন জায়গায়, যেখানে জামা'ত বড় সেখানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায়ও এরচেয়ে অধিক উপস্থিতি হয় কিন্তু এই দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এখানকার সদস্য সংখ্যার দিক থেকেও এখানকার ব্যবস্থাপনার আয়োজনের দিক থেকে এখন এটি অনেক বড় সংখ্যা। এরপর জলসার দিনগুলোতে দোয়ার আসল যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটিকেও নিজেদের সামনে রাখুন। দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন, যিকরে এলাহীতে রত থাকুন, নামাযের সময়গুলোতেও এখানে যদি নামায হয় বা মিশন হাউজে নামায হয় সেখানে সময়মত আসুন। আর মিশন হাউজে বিশেষভাবে আমি নোট করেছি এবং দু'দিন ধরে নোট করছি যে, মানুষ বিলম্বে আসে আর যখন দ্রুত হেঁটে আসে তখন কাঠের মেঝে হওয়ার কারণে শব্দ হয়। অতএব, পূর্বেই চলে আসুন যেন অন্যদের নামাযে বিঘ্ন না ঘটে। আমি পূর্বেও বলেছি যে, জলসার বক্তৃতাসমূহ মনোযোগের সাথে শুনুন এবং এর জন্য রীতিমত এই ব্যবস্থা নিন যে, জলসার সময় জলসার সকল প্রোগ্রামে অংশ নিতে হবে এবং বক্তৃতা শুনতে হবে। এভাবে আপনারা আপনাদের সন্তান সন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মেরও সংশোধন করতে পারবেন এবং তাদের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবেন যে, জলসার গুরুত্ব কী এবং সকল বক্তৃতা শুনতে হবে। অতএব, এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখুন। জলসায় অনেক সময় পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, অনেকের পুরোনো ঝগড়া চলতে থাকে আর এখানে এসে যখন তারা একত্রিত হয় তখন তা সামনে চলে আসে। তাই এই পরিবেশকে এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখুন, কোন এমন কথা যেন না হয়, যা কোনভাবেই অপরের মনোকষ্টের কারণ হবে আর মানুষের ওপর এর মন্দ প্রভাব পড়বে। আমার জানা নেই যে, ব্যবস্থাপনা সংখ্যার আধিক্যের বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে খাবারের ব্যবস্থা করেছে কি না, হয়তো অবশ্যই করেছে। যদি এ ক্ষেত্রে কম বেশি হয় তাহলে ধৈর্য প্রদর্শন করুন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ব্যবস্থাপনাকে কিছুটা সময় দিন। তাদের জন্য আমার মনে হয় অনেক বছর পর এই সুযোগ এসেছে যে, এত অধিক সংখ্যায় মানুষের জন্য ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক থেকে এই জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন আর যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জলসার এ দিনগুলোতে দোয়া করতে থাকুন, নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ারও উত্তরাধিকারী আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে করুন। (আমীন)

*****❖*****❖*****❖*****

রিপোর্টের শেষাংশ.....

বড়দের মধ্যে ভুল-ক্রটি রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি দিবেন না।

বাচ্চারা যে প্রশ্ন করে, সেক্রেটারী তরবীয়তের কাজ হল সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া।

এম.টি.এ-ও তরবীয়তের একটি বিরাট মাধ্যম। এম.টি.এর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন।

আমেলার কয়েকজন সদস্য বলেন, কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিদের মাঝে মাঝে জাপান সফরে আসা উচিত যাতে জামাতের সমস্যাও কম হয় আর জামাতের মধ্যে শক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

হুযুর বলেন, এখন আমি সফর করলাম এবং বিস্তারিত নির্দেশ দিলাম। আমি দেখব আপনারা কিভাবে এই নির্দেশ পালন করছেন। প্রথমে এই নির্দেশগুলি তো পালন করুন।

আফ্রিকাতে কোন প্রতিনিধি যায় না, তারা খলীফাকে দেখেও নি, কিন্তু যদি তাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসা দেখা যায় তবে পাকিস্তানের এমন অনেক সদস্য লজ্জা পাবেন, যারা সাহাবাদের বংশধর।

আমেলা সদস্যদের সব থেকে বেশি ইসতেগফার করতে থাকা উচিত, খোদা তা'লা যেন তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং পূর্বের ভুল-ক্রটির ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতের ভুলক্রটি থেকে রক্ষা করেন।

আপনাদের আমেলার প্রতিমাসে যে মিটিং হয়, তাতে তরবীয়তী বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। আপনাদের যে বাস্তব পরিস্থিতি সেগুলি সম্পর্কে গহন-চিন্তন করবেন।

আমি পূর্বেও একটি খুতবায় এবিষয়ের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সমস্ত ছোট ছোট ভুল-ক্রটি রয়েছে, তা সামাজিক রূপ ধারণ করার পূর্বেই প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ করা উচিত।

বাচ্চারা এখন এই অভিযোগও করে যে, মসজিদের বাইরে জুতো খুলে রাখা হলে সেগুলি এদিক সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। অথচ স্কুলে আমাদেরকে শেখানো হয় যে, জুতো খুলে তা সাজিয়ে রাখবে। আমরা সেখানে খুবই যত্ন করে সাজিয়ে রাখি। এখন বাচ্চারাই যদি বলে আমাদের চাল চলন ভাল নয়, বরং জাপানীদের চাল চলন বেশি ভাল, তবে ধর্মের প্রয়োজন কি?

জাপানীদের যে চাল চলন গুলি উত্তম সেগুলি অবলম্বন করুন, প্রজ্ঞার কথা যেখান থেকে পান গ্রহণ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক পদাধিকারী যারা মসজিদে আসেন, তারা যদি দেখেন যে, জুতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে সেগুলি উঠিয়ে র‍্যাকে সাজিয়ে রেখে দিলে তাদেরও সংশোধন হবে যারা জুতো খুলে গিয়েছিল আর বাচ্চাদেরও সংশোধন হবে।

ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে এই মিটিংটি ১২:৫৫টায় সমাপ্ত হয়।

****

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহসানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

মসজিদ বায়তুল আহাদ-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বহিরাগত অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন এবং অতিথি বক্তাগণ নিজেদের বক্তব্য রাখেন।

সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখেন সাংসদ কুডো শোযো সাহেব।

তিনি নিজের ভাষণে জামাত আহমদীয়াকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, আইশিতে এই মসজিদ শান্তির আবাসস্থল হয়ে উঠবে। আমি জাপানিদেরকেও আশ্বস্ত করতে চাই যে, মুসলমানরা শান্তি প্রিয় এবং খুব ভাল মানুষ। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে নেতিবাচক প্রভাব তৈরী হয়ে আছে তা সেই সমস্ত মানুষের কারণে যারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী। আমি ইন্ডোনেশিয়া ও মালেয়েশিয়া গিয়েছি, সেখানকার মানুষ যেভাবে আমরা সেবা যত্ন করেছে এবং আমাকে অতিথির থেকে বেশি সম্মান দিয়েছে তা আমি কখনো ভুলতে পারি না।

তিনি বলেন: যতদূর জামাত আহমদীয়ার সম্পর্ক, এটি এমন একটি জামাত যা সব সময় জাপানীদের উপকারে আসবে। ভূমিকম্প এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই জামাত প্রবল উদ্যমের সঙ্গে দেশের মানুষের সেবা করে থাকে। এই কারণে আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং এদের মধ্যে আপনি কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু পাবেন না। আজকে আমাদের সঙ্গে তাদের ইমামও রয়েছেন। আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাব এখানে আসার জন্য আর এই জন্য যে তিনি এমনভাবে তাঁর জামাতকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে এরা প্রতিবার আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এই মসজিদ আপনাদের সকলের জন্য আশিসের কারণ হোক।

এরপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শোযি ইউশিয়াকি সাহেব বক্তব্য রাখেন, যিনি সুনামি পীড়িতদের জন্য শিবিরের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তিনি বলেন:

নবনির্মিত মসজিদ সমগ্র জাপানবাসীদের জন্য আশিসের কারণ হোক। আমি এই জামাতকে মানবতার জন্য তাদের সেবার কারণে চিনি। এরা কোবে এবং ফিগাতার ভূমিকম্পের সময়ও এবং উত্তর পূর্ব জাপানের ভূমিকম্প ও সুনামির সময়ও মানবসেবার জন্য পৌঁছেছিলেন। ১১ মার্চ ভূমিকম্প হওয়ার পর সেদিনই তারা নিজেদের ঘর থেকে সাহায্যের জন্য বেরিয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভালবাসার। তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং সাক্ষাত করে এবং কথা বলেই আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যেত।

তিনি বলেন: তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় শক্তি অনুভব করেছি যা খুব কম মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। ইসলামের যা কিছু শিক্ষা আমার জানা আছে তা সব এদের কাছেই জেনেছি আর এই শিক্ষার ভিত্তিতে আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলছি, এই মসজিদ এলাকায় শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রসার ঘটাবে। আপনাদেরকেও অনুরোধ করব এই মসজিদে আসার জন্য। এদের সঙ্গে সাক্ষাত করুন, আপনি প্রশান্তি লাভ করবেন।

এরপর একজন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা এবং চীফ প্রীস্ট Watababe Kanei সাহেব নিজের ভাষণ রাখেন। তিনি বলেন:

হযরত খলীফাতুল মসীহ এবং জামাত আহমদীয়া জাপানকে অভিনন্দন জানাই। আপনি এমন এক সময়ে জাপানে এসেছেন যখন কি না প্যারিসে হওয়া হামলার কারণের সমাজে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। আপনার আগমণে একদিকে ইসলামের সুন্দর রূপ দেখার সুযোগ পাওয়া গেল, অপরদিকে জাপানীদের মনোবল বৃদ্ধি পেল যে ইসলাম কেবল সেটিই নয় যা সন্ত্রাসবাদী বা উগ্রবাদীদের রূপে চোখে পড়ছে, বরং ইসলাম শান্তি ও ভালবাসার ধ্বজাবাহক এবং তা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা দেয়।

এরপর টোকিও ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক যিনি ইসলামি শিক্ষাবিদ, Dr, Masayuki Akutsu সাহেব বলেন:

মসজিদ নির্মাণের জন্য জামাত আহমদীয়া জাপানকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। জাপান ধর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে চিনের মাধ্যমে। চিন ছাড়া ভারত থেকেও বৌদ্ধধর্ম জাপানে এসেছে এবং ধর্মীয় উপাসনাগার নিমার্ণের ধারা সূচিত হয়েছে। মুসলমানদের উপাসনাগারকে মসজিদ বলা হয় যা সকলের একত্রিত হওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে। জামাত আহমদীয়া ধর্ম এবং বিজ্ঞান, এই দুটি বিষয়ের উপরই বিশ্বাসী। ডক্টর সালাম সাহেব এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। আমি মহল্লাবাসী এবং এলাকার মানুষের কাছে আবেদন করব এই মসজিদে এসে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানুন এবং এদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের আদান-প্রদান করুন যাতে নিজ নিজ ধর্মের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মানবতার প্রেরণা বিকশিত হয়।

Mr. Yoshio Iwamura চিফ প্রিস্ট কোবে ক্রিশ্চিয়ান চার্চ এবং সদর বাইবেল সোসাইটি ও এন.জি.ও চেয়ারম্যান নিজের বক্তব্যে বলেন: জামাত আহমদীয়া জাপান এবং হুযুর আনোয়ারকে মসজিদ নির্মাণের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। শান্তি লাভ এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য হুযুরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারা প্রশংসনীয়। কিছুক্ষণ পূর্বে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনার নিকট শান্তির পরিভাষা কি? এর উত্তরে হুযুর বলেছিলেন, যা নিজের জন্য পছন্দ কর অপরের জন্যও তা পছন্দ কর, আর শান্তি স্থাপন করতে হলে নিজের অধিকার ত্যাগ করতে হবে। এর থেকে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর শান্তির পরিভাষা হওয়া সম্ভব নয়।

মি. আকিও নাজিমা, পেশায় উকিল এবং প্রাদেশিক হাইকোর্ট বার এশোসিয়েশনের সদস্য নিজের বক্তব্যে বলেন-

আমাদের প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হওয়ার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জামাত আহমদীয়া জাপানের সেবামূলক কাজের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জাপানের জন্য স্যার যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের অবদান অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে কুবের ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা দৃষ্টান্তমূলক সেবা করার সুযোগ লাভ করেছে।

তিনি বলেন: জামাত আহমদীয়ার এই উপকার আমাদের জন্য ভোলা সম্ভব নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ পুনরায় জাপানে আসার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি পুনরায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

হুযুরের ভাষণ (পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে) শোনার পর অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া

ওয়াতানাবে কানে একজন বৌদ্ধ পুরোহিত, তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হুযুরের বক্তব্য শোনার পর নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: জামাত আহমদীয়ার আগমণ খুব ভাল সময়ে হয়েছে। কেননা, প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কারণে পরিবেশে একটি থমথমে ভাব ছিল। তিনি যে সুন্দর ও সহজবোধ্য ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্যে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরেছেন তাতে আমাদের হৃদয় সমূহে ইসলাম সম্পর্কে যে অস্বস্তি ছিল তা দূর হয়েছে। জামাত আহমদীয়ার ইমামের আগমণ এবং মসজিদের নির্মাণ আমাদের যাবতীয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছে।

ইতো হিরোশি সাহেব পেশায় একজন উকিল, যিনি মসজিদ ক্রয়ের বিষয়ে আইন সংক্রান্ত সহযোগিতা করেছিলেন, তিনি নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমার জীবনের সব থেকে উৎকৃষ্ট দিন ছিল, কেননা, এই দিনে আমি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। জামাত আহমদীয়ার ইমামের প্রত্যেকটি কথা সত্য ভিত্তিক। একদিকে তিনি যেমন শান্তি এবং বিনম্রতার উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায়বিচারকে উৎসাহিত করার কথাও বলেছেন যা খুবই ভাল কথা।

তামিয়া ইকিকো সাহেবা মসজিদের আর্কিটেক্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আজ এই অভিজাত বৈঠকে হুযুরের উপস্থিতিতে আমাকে এমন মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী এক স্থানে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং পারস্পরিক সকল ব্যবধান ঘুঁচে গেছে। জাপানের বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণের জন্য আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

কোবাইয়াশি কোজি নামে এক ছাত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: আমি একজন ইউনিভার্সিটির ছাত্র আর এক বৌদ্ধ পুরোহিত পরিবারে আমার জন্ম। মন্দিরই হল আমার বাড়ি। ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক কৌতুহল ছিল, তথাপি কখনও কোন মুসলমানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হই নি। বই-পুস্তিকাতে যেটুকু পেয়েছি পড়েছি। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে হিজ হলিনেস-এর কথা শুনে আমি ইসলামের প্রকৃত রূপ অবলোকন করেছি আর আমার সামনে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে।

ইউকি সাঙ্গি নামে এক জাপানি ভদ্রমহিলা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: এই অভিজাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই শহরে এমন নয়নভিরাম মসজিদ নির্মিত হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র আর বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছি। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর আমি অনুভব করেছি যে, ইসলাম সম্পর্কে আমি খুবই স্বল্প জানি যার কারণে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছি। খলীফাতুল মসীহর বক্তব্য বর্তমান যুগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। এই ভাষণ থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। আমরা জাপানীরা ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না, বরং ইসলাম সম্পর্কে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু আজ খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ শুনে আমরা জেনেছি ইসলাম কি জিনিস। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খলীফাতুল মসীহ শান্তির দূত।

তিনি বলেন: অনুষ্ঠানে যোগদান করে এও জানতে পেরেছি যে, ইসলাম সম্পর্কে বই-পুস্তক পড়ে এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করে এর প্রকৃত রূপ দেখতে পাবেন না। তাই এই ধরণেরও আরও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা দরকার। আমি মনে করি, মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এই ধরণের আরও সুযোগ আসবে। আমি জামাত আহমদীয়া এবং তাদের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করেছি। তাদের চেহারায় আমি সম্প্রীতি, শান্তি এবং ভালবাসা লক্ষ্য করেছি। তাদের মধ্যে অফুরন্ত ভালবাসা দেখেছি।

আরেক জাপানি বন্ধু তোয়া সাকুরাই সাহেব বলেন: আজ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং জামাতের ইমামের কথা শুনে বিশ্ব-শান্তির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেয়েছি। এই সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। খলীফাতুল মসীহ কেবল শান্তি প্রসঙ্গেই কথা বলেছেন এবং পৃথিবীকে এক অনাগত বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। খলীফাতুল মসীহ আমাদের মনের সেই সমস্ত আশঙ্কাকেও দূর করেন যে, মুসলমানেরা পৃথিবী দখল করতে চাই। আমি বার বার একথাই বলব যে, খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে মিলে শান্তির জন্য কাজ করা উচিত। ইসলাম সম্পর্কে পড়া এবং জানা আমাদের কর্তব্য।

এনিউয়া থাকু সাহেব আরেক জাপানী নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: খুবই সুন্দর মসজিদ তৈরী করার জন্য অভিনন্দন জানাই। ৩০ বছর পূর্বে আমি জাপানে আহমদী মুবাল্লিগের সঙ্গে আলাপচারিতা হয়েছিল। তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল। আজ ত্রিশ বছল পর ইমাম জামাত আহমদীয়ার কথা শুনে আমার সেই পুরোনো স্মৃতি ফিরে এসেছে যা আমাকে পুলকিত করেছে। আমি ভবিষ্যতেও জামাতের সাহায্য এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলার অঙ্গীকার করছি। আমাকে এবং স্ত্রী ও পুত্রকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

অনুরূপভাবে আরও এক জাপানী বন্ধু যিনি স্কুল শিক্ষক, তিনি বলেন: আহমদীরা বিপদে সব সময় আমাদের সাহায্য করেছেন। একথা আমি আগে জানতাম না। আমি পাশেই একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি। আজকের পর থেকে আমি স্কুলের বাচ্চাদের একথা বলতে পারব যে, এরা বিপদজ্জনক নয়। জামাত আহমদয়ীয়ার ইমাম এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত করা সুখকর অনুভুতি ছিল।

এক সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে ইসলাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা খুব তাড়াতাড়ি বোঝা যায়।

আরেক অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং খলীফার ভাষণ শুনে জানতে পারলাম যে, ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের জানা অত্যন্ত আবশ্যক। জাপান একটি দ্বীপ এবং এখানকার মানুষও বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তা সম্পর্কে অনবিহিত। এই কারণেই তারা ইসলাম সম্পর্কে 'সন্ত্রাসবাদের' অবধারণা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে না। আমি আশা করি, জামাত আহমদীয়ার ইমামের আগমণ এবং এই মসজিদের নির্মাণ এই অবধারণাকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক মাধ্যম হবে।

মসজিদের এক প্রতিবেশী জাপানী উনোকিন সাহেব বলেন: আমি মসজিদের পাশেই থাকি। মসজিদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়ে বেশ খুশি হয়েছি। আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে ভবিষ্যতেও এই মসজিদে আসতে চাই।

আরেক জাপানী ইতিকো হিরোকি সাহেবা বলেন, আমি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত। জামাত আহমদীয়ার ইমামের কথা থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি যার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুযিনো ইউতি সাহেব বলেন: আমি এই ধরণের অনুষ্ঠানে পূর্বে কখনও অংশগ্রহণ করি নি। আজ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ শুনে আমি প্রথম জানতে পারলাম যে মসজিদের উদ্দেশ্য কি?

এক জাপানী ডাক্তার মায়েদা নাওতো সাহেব উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আহমদী নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও গত তিন বছর থেকে চাঁদা দিচ্ছেন এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কাজে জামাতের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন। তিনি বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমাম যে ইসলাম উপস্থাপন করেছেন তা গ্রহণ করতে শিন্তো ধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের জন্য কোন বাধা নেই।

আরেক অতিথি বলেন: ইসলাম মানে শান্তি ও পারস্পরিক নিরাপত্তা। জামাত আহমদীয়ার ইমামের কথা গুলি আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে।

চিকা মোতোনাওকি নামে এক জাপানী বলেন: মসজিদ তৈরী করার জন্য অভিনন্দন। জামাত আহমদীয়ার ইমামের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের জৌলুস অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে। আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি।

ব্রাজিলের এক অমুসলিম অতিথি মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক অনুষ্ঠান ছিল। আমি ব্রাজিলে কখনও এমন অনুষ্ঠানে যোগদান করি নি। আমি আজ খলীফাতুল মসীহ্র কথা থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। তাঁর বক্তব্য শুনে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। নিঃসন্দেহে খলীফার কথা হৃদয় পরিবর্তন করে দেয়। খলীফা বলেছেন, সন্ত্রাসীরা ঘৃণ্য কাজ করে, কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অত্যন্ত সুন্দর। এর থেকে বোঝা যায় যে মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করছে তা সত্য থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

মি. উযুকি সাহেবা বলেন: অমি মনে করি আজকের দিনটি আমার জীবনে আমূল পরিবর্তনসৃষ্টিকারী দিন ছিল। খলীফা ইসলাম ও এবং মুসলমানদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছেন। খলীফাতুল মসীহ বলেছেন, এটি তরবারির জিহাদের যুগ নয়। বরং ভালবাসার জিহাদের যুগ। তাঁর কথাগুলি আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমি বলব, সকলকে এখানে এসে মসজিদটি দেখা উচিত এবং আহমদীদের কাছ থেকে ইসলাম শেখা উচিত।

মিসে হায়াশি সাহেবা বলেন: দুবছর পূর্বে জামাত আহমদীয়া জাপানের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করা সত্বেও আমার মনে কিছু প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল। আজ খলীফার ভাষণ আমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। এখন আমার মনে ইসলাম সম্পর্কে কোন সংশয় বা আশঙ্কা নেই। আজ আমি জেনেছি যে, ইসলাম বিশ্বের জন্য বিপদ নয়, বরং আমাদের সকলকে একত্রিত করতে পারে।

এক জাপানী ভদ্রমহিলা মিস মাহো হাডেন সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: খলীফাতুল মসীহর ভাষণ শুনে আমি অনুমান করেছি যে, তিনিই প্রকৃতই একজন শান্তির দূত। তিনি নিজের ভাষণে একথা স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, মানবতার সেবা করাও ইসলামের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

ভদ্রলোক বলেন: খলীফার দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিজের মধ্যে এক প্রশান্তি অনুভুত হয়। খলীফার আত্মা সত্যিকার অর্থেই শান্তিময়।

অনুরূপভাবে আরেক জাপানী ভদ্রমহিলা যিনি পেশায় স্কুল শিক্ষক, তিনি বলেন: খলীফার বক্তব্য শোনার পূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে অফিসে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সাক্ষাতের সময় এবং পরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেগুলির তিনি উত্তরও দিয়েছেন। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে আমি ছাত্রদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। ছাত্ররা পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল, কিন্তু খলীফার ভাষণ শুনে তারা বিস্মিত হয়েছে এবং মসজিদের মধ্যে তারা নিজেকে নিরাপদ মনে করতে শুরু করেছে। আমি চাই জাপানী ও আহমদীদের মধ্যে এই সম্পর্ক আরও অগ্রসর হোক।

এক জাপানী ছাত্র বলে, খলীফার ভাষণ শান্তির বাণী ছিল। আমার মতে এই মসজিদের মাধ্যমে এখন মুসলমান এবং বাকীদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা দূর হবে এবং জাপানে ইসলাম প্রসার লাভ করতে আরম্ভ করবে।

প্রিন্ট মিডিয়া এবং ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রচার

জাপানের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ওয়েবসাইটেও মসজিদের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ব্যাপকহারে সংবাদ প্রচারিত হয়।

The Daily Yomiuri পত্রিকার পাঠক সংখ্যা এক কোটি বারো লক্ষ। এটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিক্রিত সংবাদ পত্রিকা। পত্রিকাটি

নিম্নোক্ত শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে।

[ইসলামের প্রকৃত রূপ, নবনির্মিত মসজিদে (প্যারিসে) সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের জন্য দোয়া করা হয়।]

বিস্তারিত সংবাদে লেখা হয় যে, জাপানে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত ২০ শে নভেম্বর শুক্রবার কোসোশিমা শহরে নিজের নবনির্মিত উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জুমার নামাযে প্যারিস হামলায় নিহতদের জন্যও দোয়া করে। এই অনুষ্ঠানে সারা পৃথিবী থেকে আগত প্রায় পাঁচশ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

জুমার খুতবায় জামাতে আহমদীয়ার ইমাম মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব নিজের ভাষণে প্যারিস হামলাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য অপরাধ আখ্যায়িত করে উগ্রবাদী সংগঠন দায়েশের তীব্র নিন্দা করেন এবং জামাতের সদস্যদের উপদেশ প্রদান করে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তাদেরকে জাপানী জাতির কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এই সংবাদটিকেই ইন্টারনেটে পাঁচটি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটগুলি হল- Yahoo Japan, Biglobe, MSN Japan, Goo News, Rakuten ওয়েবসাইটগুলির সম্মিলিত ব্যবকারকারীর সংখ্যা দেড় কোটির অধিক।

ডেইলি আসাহি পত্রিকা তাদের সংবাদ প্রকাশ করে। এই পত্রিকার ব্যবহারকারীর সংখ্যা আশি লক্ষ।

[আমাদের ধর্ম বিশ্বাস হল পারস্পরিক সমন্বয়]

বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে পত্রিকা লেখে- জামাত আহমদীয়া জাপানের মসজিদ শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কোশোশিমা শহরে নির্মিত হল। মসজিদটি চারটি গম্বুজ দ্বারা সুসজ্জিত আর এটি জাপানের বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদের ৫০০ নামাযী একসঙ্গে নামায পড়তে পারবে। দ্বিতীয় তলে অফিস, গেস্ট হাউস, লঙ্গর খানা, মিটিং রুম এবং সেমিনার রুম বানানো হয়েছে।

জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে এই মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত। নামাযের পর এবং উপাসনা ছাড়া এখানে বিনামূল্যে আরবী, ইংরেজি এবং উর্দু শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। এটি সেই ধর্মীয় জামাত যার মূল শিক্ষা পূর্ণ শান্তি এবং সমন্বয়ের উপর ভিত্তি রাখে। জাপানে জামাত আহমদীয়ার ২০০-এর বেশি সদস্য রয়েছে এবং যারা ১৫ টি জাতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। এই জামাত স্বেচ্ছাসেবা দানের বিষয়েও অগ্রণী। কোবে, নিয়াগাতা এবং উত্তর জাপানের ভূমিকম্পের সময় এবং এবছর প্লাবনের সময় জামাত সর্ব প্রথম নিজেদের সেবা পেশ করেছে।

২০ শে নভেম্বর, দুপুর এই নবনির্মিত মসজিদের উদ্বোধন হবে। লন্ডন থেকে আগত জামাত আহমদীয়ার বিশ্বনেতা এর উদ্বোধন করবেন।

ইয়াহু জাপান, বিগলোব এবং আমেবা- এই ওয়েবসাইটগুলিও সংবাদ প্রকাশ করে। এদের দর্শক সংখ্যা ৭৫ লক্ষের বেশি।

Jiji Press (news agency): এই এজেন্সি জাপানে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল এবং পত্রিকাকে সংবাদ সরবরাহ করে যাদের সামগ্রিক সংখ্যা ৭৫। এইরূপে তাদের একটি সংবাদ প্রায় ৬৫-৭৫ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এজেন্সি নিম্নরূপ শিরোনামের সঙ্গে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

[জাপানের বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। স্থানীয় আহমদীদের দোয়া, শান্তি চাই।]

বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে লেখে-ক্রমবর্ধমান ইসলামী সংগঠন 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত'-এর কেন্দ্র সোশিমা শহরে মসজিদের উদ্বোধন হল। জামাতের দাবি মসজিদটিতে ৫০০-এর বেশি মানুষ একসঙ্গে নামায পড়তে পারবে। এইদিক থেকে এটি জাপানের বৃহত্তম মসজিদ। ব্রিটেন থেকে আগত জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব নেতা হযরত মির্যা মসরুর আহমদ সাহেব প্যারিস হামলা সম্পর্কে বলেন, এটি অত্যন্ত অত্যাচারপূর্ণ ও অমানবিক কাজ যা আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন করার কারণ হবে। তিনি আরও বলেন, 'ইসলামের উন্নতির জন্য আমাদেরকে তরবারি ধারণ করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেকার পাপকে ধ্বংস করা জরুরী।' জামাত আহমদীয়ার ইমাম উগ্রবাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

Yahoo Japan, Biglobe, MSN Japan, ইত্যাদি ওয়েব সাইটও এই সংবাদটি প্রকাশ করেছে। ওয়েবসাইটগুলির ভিজিটর সংখ্যা ৭৫ লক্ষের অধিক।

Mainichi Shinbun পত্রিকা শিরোনাম দেয়- 'জাপানের বৃহত্তম মসজিদের উদ্বোধন। ইসলামের পরিচয় কেন্দ্র']

বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে পত্রিকাটি লেখে: জামাত আহমদীয়া নামে মুসলমানদের একটি সংগঠনের বিশ্ব নেতা হযরত মির্যা মসরুর আহমদ ২০ শে নভেম্বর, আইচি প্রদেশের সোশিমা শহরে জাপানের বৃহত্তম মসজিদের উদ্বোধন করলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ নামাযের জন্য একত্রিত ১৫০-এর অধিক সদস্যদের সামনে ভাষণে সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন: শক্তির জোরে ইসলাম প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত। প্রাণহানি এবং মানুষের কষ্ট দেওয়া এদেরকে খোদা তা'লার ক্রোধভাজন করে তোলার কারণ হচ্ছে।

মসজিদে নামাযের জন্য আসা এক কলেজ ছাত্র বলে, 'দায়েশের কারণে ইসলামের দুর্নাম হচ্ছে। মসজিদের ইমাম আনীস আহমদ নাদিম সাহেব বলেন, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার দূরতম সম্পর্ক নেই। আমরা এই শহরের মানুষ এবং জাপানী ভাইদেরকে ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখাতে চাই।

সমস্ত জাপানী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিন কোটি মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। এছাড়াও ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এক কোটি মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে।

২২ শে নভেম্বর, ২০১৫

জাপানের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের মিটিং

দোয়ার মাধ্যমে মিটিং আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবের কাছে জামাতের সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা জানতে চান। জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমাদের দুটি জামাত রয়েছে, একটি নাগোয়াতে আরেকটি টোকিওতে আর জামাতের মোট সদস্য সংখ্যা ১৮৯। দুই জামাতের সদরদের আমেলাও রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারী মালের কাছে চাঁদাদাতা এবং উপার্জনশীল সদস্যদের সংখ্যা জানতে চান। এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, চাঁদাদাতাদের সংখ্যা ৭২জন আর উপার্জনশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় ৫০ জন।

হুযুর আনোয়ার তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনার কাছে সঠিক তথ্য থাকতে হবে। 'প্রায়' শব্দটি ঠিক না। আপনাকে সঠিক সংখ্যা বলতে হবে। এখন তো কম্পিউটার সিস্টেম রয়েছে। নাম অনুযায়ী সম্পূর্ণ তথ্য তাতে ফিড করতে পারেন যে, কত জন্য উপার্জন করে এবং তাদের মধ্যে কতজন চাঁদা দেয় এবং কতজন মূসী ও গায়ের মূসী। মূসী মহিলাদের সংখ্যা কত, ওসীয়তকারী ছাত্রদের সংখ্যা কত। এরপর নির্ধারিত হারে চাঁদা দানকারীর সংখ্যা কত এবং অনিয়মিত হারে চাঁদা দানকারীর সংখ্যা কত। এই সমস্ত তথ্য আপনার কাছে থাকা চাই।

হুযুর বলেন: জামাতের সদস্যদের বলতে হবে যে, চাঁদা কোন কর বা ট্যাক্স নয়। আপনি পূর্ণহারে না দিতে পারলে কম হারে চাঁদা দেওয়ার জন্য যথারীতি অনুমতি নিন।

হুযুর বলেন: লোকেদের মধ্যে এই চেতনাবোধ তৈরী করা আবশ্যক যে, চাঁদা এমন একটি বিষয় যার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যিক। খোদা তা'লা বলেন, আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করি তা থেকে আমার পথে খরচ কর। এই চাঁদা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

হুযুর বলেন: আপনার কাছে এ তথ্যও থাকা উচিত যে, চাঁদা আম দানকারীদের সংখ্যা কত আর চাঁদা ওসীয়ত দানকারীদের সংখ্যা কত। এছাড়া চাঁদা আম কত আর এর বাজেট কত এবং চাঁদা ওসীয়ত কত। এর পৃথক হিসাব রাখা উচিত।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়তকে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তরবীয়তী ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে কাজ করতে থাকে, সঠিক তরবীয়ত হয়, তবে প্রত্যেক সদস্যের ঈমান এবং আকিদা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ইবাদত, নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ সৃষ্টি হবে যার ফলে আর্থিক কুরবানী করার প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভবে মনোযোগ তৈরী হবে। এই তরবীয়তের মাধ্যমে খোদা তা'লা আদেশ প্রদান করেছেন, প্রথমে ইবাদত রেখেছেন এবং আর্থিক কুরবানীকে পরে রেখেছেন।

হুযুর বলেন: যদি ইবাদতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়, তবে আর্থিক কুরবানীর প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এইভাবে আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে। আমি যখনই এখানে আসি, আপনাদেরকে বুঝিয়ে যাই। যাওয়ার এক মাস পরেই আপনারা ভুলে যান এবং সেই একই সমস্যা পুনরায় তৈরী হয় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ করা আরম্ভ হয়ে যায়।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি তবলীগ করলে মানুষ শুনবে, কেননা আপনার বার্তা ভাল। কিন্তু যখন ভিতরে এসে আপনার আমল দেখবে, তখন তারা কি বলবে? বলবে যে, আপনার নমুনা সঠিক নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পূর্বেও অনেকে এসেছেন, জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অতঃপর আপনাদের নমুনা দেখে পিছনে সরে

গেছেন এবং কিছু ছেড়ে চলে গেছেন। এখনও যারা টিকে রয়েছেন, তাদেরও আপনাদের সম্পর্কে এই অভিযোগ রয়েছে যে, আপনাদের কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। অতএব উৎকৃষ্ট নমুনা দেখানো জরুরী। আপনাদের কথা ও কর্ম অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন বিশ্বের দৃষ্টি আপনাদের উপর। সম্প্রতি আমি হল্যান্ড সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে সাক্ষাতকারী অতিথিদের মধ্যে একজন বলেন, আপনাদের শিক্ষা খুবই ভাল। আপনার কথাগুলি আমাদের হৃদয়গ্রাহী এবং তা আমাদের উপর প্রভাব ফেলে। আহমদীরা এর উপর কিভাবে আমল করে এখন সেটিই দেখার বিষয়।

হুযুর বলেন: কাল সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এক ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, আপনাদের বাণী খুবই আকর্ষণীয়। কোন শিন্তো ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর এই ধর্মগ্রহণ করতে কোন আপত্তি হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু তারা আপত্তি করবে যখন নমুনা দেখবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তরবীয়ত বিভাগকে অনেক কাজ করতে হবে। সেক্রেটারী তরবীয়ত স্বয়ং, সদর জামাত, মুবাল্লিগ ইনচার্জ এবং আমেলা সদস্য ও জামাতের সদস্যবর্গকে নিজেদের নমুন দেখাতে হবে। নিজেদের মান উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে চাঁদার মানও উন্নত হবে। বলতে হবে যে, চাঁদা খোদার আদেশসমূহের মধ্যে একটি আর এটি কোন ট্যাক্স নয়।

ওসীয়তের মান উন্নত করতে হবে। এটি কোন সাধারণ ব্যবস্থাপনা নয়। আল-ওসীয়ত পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন। ওসীয়ত ব্যবস্থাপনাকে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। খিলাফতের আশিস লাভ হওয়ার শর্তাবলী কি কি? এটিই যে, নিজেদের ঈমান উচ্চমানের হবে, সৎকর্ম সম্পাদিত হবে এবং ইবাদতসমূহের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হবে। এর অর্থ হল ওসীয়তকারীদের মান অনেক উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই মান উন্নত হলে খিলাফতের আশিসও লাভ হতে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী ওসীয়তের কাছে মুসীদের সংখ্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেন। সেক্রেটারী ওসীয়ত রিপোর্ট পেশ করে বলেন: মূসীদের মোট সংখ্যা ৪৬ যাদের মধ্যে ২৭ জন পুরুষ এবং ১৯ জন মহিলা। মহিলারা নিজেদের পকেট খরচ থেকে চাঁদা দেয়।

হুযুর বলেন: উপার্জনশীলদের অর্ধাংশ হওয়া উচিত। আমি যে অর্ধেকের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলাম তা উপার্জনশীল সদস্যদের জন্য ছিল। যদি আপনাদের ৭২জন উপার্জনশীল সদস্য থাকে তবে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ৩৬ জন মুসী হওয়া উচিত। এখন এই সংখ্যা ২৭জন। অর্থাৎ এখনও ৯জন কম আছে।

হুযুর বলেন: মুসীদের মধ্যে তাকওয়ার মান উন্নত হয়ে থাকে, এই কারণে চাঁদার মানও উন্নত থাকে। অনুমান করা হয় যে, মূসী ও গায়ের মূসী যদি একই স্থানে কাজ করে, তবে মূসীর আয় বেশি বলে প্রতীত হয় এবং দ্বিতীয়জনের কম। অতএব আপনাদের তরবীয়তের মান উন্নত হলে চাঁদার মানও উন্নত হবে।

হুযুর বলেন: কেবল ওসিয়ত করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। ওসিয়ত সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি, খলীফাগণের বাণী সার্কুলার আকারে মূসীদেরকে পাঠাতে থাকুন। বিভিন্ন সময়ে এই সার্কুলার যেতে থাকতে হবে।

ন্যাশনাল ওসীয়ত সেক্রেটারী সাহেবকে হুযুর সম্বোধন করে বলেন, জামাতের পদাধিকারী এবং আমেলা সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনি যদি কোন সহযোগিতা না পান, তবে হতোদ্যম হয়ে বসে পড়বেন না। খোদা তা'লা বলেছেন, তোমাদের কাজ হল উপদেশ দেওয়া, এবং উপদেশ পালন করা এবং অবিরাম কাজ করে যাওয়া। যদি ইহজগতে আপনার কাজের শুভ পরিণাম না আসে, কিন্তু নিয়তের মধ্যে জামাতের উন্নতির জন্য ব্যকুলতা থাকে, বেদনা থাকে তবে খোদার নিকট তার মূল্য রয়েছে। খোদার কাছে আপনি তার প্রতিদান পাবেন। অতএব নিজের কাজ করে যান। আনুগত্য ও নিয়্যতের প্রতিদান অবশ্যই পাচ্ছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কেবল ওসীয়ত করিয়ে দেওয়া এবং হাত গুটিয়ে বসে থাকা কাজ নয়। মূসীদের আধ্যাত্মিক মান উন্নত করার জন্য তাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের বাণী উপস্থাপন করা উচিত। এই কাজ যথারীতি একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে ক্রমাগত হওয়া উচিত।

পয়গামীরা পৃথক হওয়ার পর ওসীয়ত ব্যবস্থাপনা তাদের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এখন তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী প্রকাশ করে, পত্রিকা প্রকাশ করে, কিন্তু এর উপর কিভাবে আমল করবে। না আছে তাদের কাছে ওসীয়তের ব্যবস্থাপনা, না আছে খিলাফত ব্যবস্থাপনা। এই শিক্ষার উপর এখন তো তারা আমল করতে পারবে না। এই জন্য কেবল অর্থ সংগ্রহ করলে হবে না, বরং মূসীদের আধ্যাত্মিক মানকেও উন্নত করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী ওসীয়তকে বলেন: আপনি আমাকে যে চিঠি লেখেন যাতে একথাও লিখুন যে, আমি ওসীয়তের ক্ষেত্রে এই কাজ করেছি। আপনার মতে যেটি ভাল ফলাফল তা সম্পর্কে আমাকে বলুন যে, কি কি পরিণাম এসেছে যাতে আমিও আনন্দিত হই যে, ভাল কাজ হচ্ছে এবং ফল পাওয়া যাচ্ছে।

সেক্রেটারী ওসীয়ত বলেন: মূসীদের সংখ্যায় গত বছরগুলিতে চার জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই যে চার জন বৃদ্ধি পেয়েছে, এখানে দেখতে হবে যে মূসীদের কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটেছে। তাদের নামাযের উপস্থিতিতে কতটা উন্নতি হয়েছে। এবিষয়গুলিই লক্ষণীয় এবং এদিকে নজর দিতে হবে।

এম.টি.এ প্রচারিত হওয়া খুতবা জুমা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে জাপানে রাত ১০-১১ টার সময় খুতবা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। সেই সময় খুতবা শুনে নিবেন। এরপর প্রত্যেক খুতবার পর তা প্রশ্নোত্তর আকারে তৈরী করুন এবং উল্লেখ করুন যে এতে এই এই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এরপর সেগুলি জামাতে জামাতে পাঠিয়ে দিন। এটি সদর/ মুবাল্লিগ ইনচার্জেরও কাজ। .

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে সাক্ষাতের সময় আমি যাচাই করেছি, নাগোয়াতে মাসে দুই একজন খুতবা শোনে। আমরা এম.টি.এর পিছনে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করে থাকি। খোদা তা'লার ফজলে এম.টি.এ-র মাধ্যমে তবলীগের ময়দান উন্মোচিত হয়েছে আর মানুষ আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এখানে জামাতের তরবীয়ত হচ্ছে না, আপনারা এর থেকে কি উপকার নিচ্ছেন। এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয় হল আপনারা লোকেদের জন্য নমুনা। তবলীগের ময়দান তখনই উন্মোচিত হয় যখন আপনাদের নিজেদের নমুনা যথাযথ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন এখানে মসজিদ নির্মাণ হয়েছে আর নির্মাণকালে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু আপত্তি হয়তো যথাযথ ছিল আর বাকি সন্দেহপ্রবণতার কারণে তৈরী হয়েছিল। আপনারা লিখেছেন এবং রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এরপর আপনাদের দায়িত্ব ফুরিয়ে গেছে। লেখার এবং রিপোর্ট পাঠানোর পর না আপনারা সঠিক নমুনা দেখিয়েছেন, না আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। ফলে আপনারা আনুগত্যের বাইরে চলে গেছেন।

আপনাদের সকলের মধ্যে এই অনুভুতি সৃষ্টি করতে হবে যে, আমরা পদাধিকারীরা খিদমত এবং সেবার জন্য নিয়োজিত। যদি কারোর মধ্যে এই অনুভুতি তৈরী হয় যে আপনি সহানুভুতিশীল, তবে কেউ পাগল না হলে একথা বলবে না যে আমি আপনার আনুগত্য করব না। আপনি যদি সহানুভুতিশীল না হন, আপনার মধ্যে দয়াদ্রতা না থাকে, তবে অপরের কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করতে পারেন। তাই সব থেকে বড় দায়িত্ব হল সদর জামাত/ মিশনারী ইনচার্জ -এর । এরপর দায়িত্ব হল আমেলা সদস্য এবং জামাতী পদাধিকারীদের।

সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: আনসারদের সংখ্যা ৩৪। অনেক আনসার যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে দুর্বল।

হুযুর বলেন: যারা পিছিয়ে আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। সহানুভুতির দাবি হল এমন মানুষদেরকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করা। পশ্চাদগামীদের সম্পর্ক যদি কোন পদাধিকারীর সঙ্গে হয় বা তবে তিনি বা যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সে যেন যোগাযোগ করে।

পরিবারে যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হয়ে যায় তবে তরবীয়তের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বাড়িতে জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সমালোচনা হওয়া উচিত নয়।

তরবীয়ত বিভাগকে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। তরবীয়ত বিভাগ সক্রিয় হলে ওসীয়ত বৃদ্ধি পাবে, মুসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জার্মানী জামাতকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, যারা এমন স্থানে কাজ করে যেখানে শুকর, মদ ইত্যাদি বেচা কেনা হয়, তবে এমন ব্যক্তিদের কাছে চাঁদা নিবেন না। নিরুপায় হয়ে তাদেরকে যদি কাজ করতেই হয় তবে সেই বাধ্যবাধকতা তাদের, জামাতের নয়। তাই জামাত সেখানে এমন মানুষদের চাঁদা নেয় নি। তাদের ধারণা ছিল এদের কাছ থেকে চাঁদা না নিলে বাজেটের উপর প্রভাব পড়বে আর আয় কম হবে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। আয় হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 11 Oct, 2018 Issue No.41

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পায়।

টোকিও জামাত ১৯৯১ সালে এক টুকরো জমি কিনেছিল। সেই জমি বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিস্তারিত জানতে চান এবং বলেন, জমি কেনার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা সঠিক ছিল না। যে কোন সম্পত্তি কেনার সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হয় কিন্তু এখানে তা রাখা হয় নি।

হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, এখন এই জায়গা রেখে দিন, বিক্রি করবেন না। তিনি টোকিওর সদর জামাতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, জমিটি নিরীক্ষণ করে দেখুন যে, আপাতত সেটিকে কোন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নাগোয়ার প্রথম মিশন হাউসের বিষয়েও হুযুর আনোয়ার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু নির্দেশ দেন।

ন্যাশনাল অডিও-ভিডিও সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে জামাতী অনুষ্ঠানাদি ছাড়া তথ্যচিত্রও প্রস্তুত করুন আর যুবকদেরকে নিজের সঙ্গে কাজে লাগান। যে সমস্ত খুদ্দামরা পিছিয়ে পড়েছে তাদেরকে আপনার সঙ্গে কাজে লাগান এবং কাছে টেনে আনুন। তাদের মনে যে অভিযোগ অনুযোগ রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে। আপনি তাদের যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতাকে কাজে লাগালে তাদের তরবীয়তও হয়ে যাবে।

হুযুর বলেন: আপনার এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রয়েছে। ফুজি পর্বত রয়েছে। বড় বড় হ্রদ এবং আরও কত সুন্দর সুন্দর স্থান রয়েছে। সেগুলির ডকুমেন্টারী তৈরী করুন। জাপানী ভাষায় তৈরী করলে সেগুলিকে ইংরেজি বা উর্দু ভাষায় 'ডাব' করা যেতে পারে। সেগুলি এম.টি.এ-তে দেখানো হবে যেখানে প্রযোজক, ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্য সহকারী খুদ্দামদের নামও আসবে। যারফলে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং কাজ করার আগ্রহ তৈরী হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জুমার খুতবায় উপদেশাবলী দিয়েছিলাম, সেগুলি পালন করুন, নিজেদের মনের বিদ্বেষ দূর করুন। পারস্পরিক মনমালিন্য দূর করুন এবং ভালবাসার আচরণ করুন।

হুযুর বলেন: শান্তি ও নিরাপত্তা নিতে হলে তা দিতে হয়। গতকাল একজন জাপানী আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, নিরাপত্তা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে। আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছিলাম যে, অধিকার নেওয়ার কথা আসবে না, বরং অধিকার দেওয়ার কথা হবে। অপরের অধিকার দিলে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ তৈরী হবে এবং এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

অতএব, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেদের অধিকার ত্যাগ করে অপরের অধিকার দিলে এর মাধ্যমেই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এবং মনমালিন্য দূর হবে।

আঁ হযরত (সা.) -এর এক সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করে হুযুর বলেন, সেই সাহাবী এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঘোড়া কেনার জন্য যান। ঘোড়ার মালিক ঘোড়ার যে দাম বলেছিল তা কম ছিল। তখন সেই সাহাবী বলেন, এই ঘোড়ার মূল্য অনেক বেশি। কিছু কথাবার্তার পর সেই সাহাবী ঘোড়াটি বেশি দাম দিয়ে কিনে নেন, অথচ ঘোড়ার মালিক কম মূল্য নিতে চাইছিল। সেই সাহাবীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি বেশি দাম কেন দিলেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে এই শর্তে বয়াত করেছি যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাঙ্খী হব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব প্রত্যেকে যখন তার নিজের অধিকার ত্যাগ করবে এবং অপরের অধিকার প্রদান করবে আর নিজের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হবে তখন আপনাদের পঞ্চাশ শতাংশ সংশোধন সেখানেই হয়ে যাবে।

আপনারা সকলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করুন। যুবকরা অভিযোগ করে যে, সত্যের অভাব রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের জন্য ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। নিজের ভুল থাকলে তা স্বীকার করুন।

সদর জাপানের মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদরকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, খুদ্দামদের মধ্যে এই স্পৃহা জাগিয়ে তুলুন যে, বড়রা কি করছে তা দেখবেন না, বরং মনে করবেন যে আমরা আহমদী আর আহমদীয়াতকে আমরা সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। যদি কোথাও দুর্বলতা থাকে তবে তা দূর করতে হবে এবং জামাতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। যদি নিজের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখেন তবে নিজের সত্যতার মান উন্নত করে সেই দুর্বলতা দূর করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা কুরআন করীমে উপদেশ দান করার আদেশ দিয়েছেন এবং উপদেশ সহনশীলতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে কঠোর প্রকৃতির মানুষরাও আসত। তিনি (সা.) তাদেরকে ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং নিরন্তরতার সাথে উপদেশ দিয়ে গেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন দেখলেন যে, মানুষের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, তখন তিনি খোদা তা'লার কাছে দোয়া করলেন যে, লোকেরা এমন, কিভাবে কাজ হবে? তখন তাঁর উপর ইলহাম হয়- (ফার্সি ইলহাম যার অর্থ) এদের দ্বারা কাজ নিতে হবে এবং এদের সঙ্গেই সময় কাটাতে হবে। দোয়া কর এবং কাজ নিতে থাক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা আত্ম-বিশ্লেষণ করে দেখুন যে, আপনাদের সহনশক্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ হয়েছে কি না? যে ব্যক্তি কথা শোনে না, আয়ত্তে আসে না, তার সংশোধনের জন্য আপনি কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন? যদি না করে থাকেন, তবে আপনার পক্ষ থেকে সংশোধনের প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা রয়েছে। কাজ করে যাওয়া এবং নিজের নিয়ত ও উদ্দেশ্য সৎ রাখা আপানার কর্তব্য। বাকি খোদার উপর ছেড়ে দিন। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয় অবলম্বন করুন। কেউ কতদিন অভিযোগ করবে। শেষমেশ একদিন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে নীরব হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা আপনার সঙ্গে কথা বলে না বা ভাল আচরণ করে না, তাদের সঙ্গে দেখা হলে আপনি সালাম করবেন। তারা সালামের উত্তর যদি না দেয়, তবে সেটি তাদের কর্ম, কিন্তু আপনি ভাল ব্যবহার করবেন।

মজলিসে আমেলার সদস্যরা নিজেদের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে থাকুন যে আপনারা কতটা বিনয়ী হয়েছেন এবং সহনশীলতা তৈরী হয়েছে। ...... আপনাদের মধ্যে বিনয় তৈরী হলে তবেই সফলকাম হবেন।

কায়মনোবাক্যে দোয়া করুন যে, খোদা তা'লা যেন অপর পক্ষের সংশোধন করে দেন। যেভাবে নিজের জন্য দোয়া করেন, অনুরূপভাবে অপরের জন্যও দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যুবকশ্রেণীর মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, বড়দের মধ্যে সততা নেই। আপনারা কিভাবে তরবীয়ত করবেন?

যুবকদের জন্য কি করতে হবে তা দেখা এখন আপনাদের দায়িত্ব। ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবীয়তের অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন যে, আধুনিক যুবক যুবতীদেরকে কিভাবে সামলাবেন? এখানকার সমাজ ও পরিবেশে সন্তানদের তরবীয়ত কিভাবে করবে তা পিতামাতারও অনেক বড় দায়িত্ব। কিন্তু সর্বোপরি দায়িত্ব হল পদাধিকারীদের।

এই দেশের পরিবেশে ছোটরা সত্য কথা বলে। এটি বাস্তব সত্য, ছোটরা সত্য কথাই বলে। তাই বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে যে, তাদের মন-মস্তিষ্কে কি চলছে আর তারা বড়দের এবং জামাতী পদাধিকারীদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখে। সেই মোতাবেক তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বা তালিম-তরবীয়তের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

বড়রা যেন নিজেদের বাড়িতে জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এমন কথা না বলে যা তাদের মস্তিষ্ক ও তরবীয়তের উপর মন্দ প্রভাব ফেলে।

বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, তাদেরকে প্রকৃত সত্য এবং শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, বড়রা কি করছে তা দেখলে হবে না। পাকিস্তানিরা কি করছে তা দেখবেন না। আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেছেন, তাই তাঁর শিক্ষাকে অনুসরণ করুন।

শেষাংশ ৭-এর পাতায়....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.